NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ নেপালে যুদ্ধবিদ্রোহের মুখ ভূমিকম্পে সন্তানহারা সুদান গুরুং

বাংলার যুবসমাজকে নেপাল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ: অর্জুন ৩

কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২৪ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.09.2025, Vol.19, Issue No. 92, 8 Pages, Price 3.00

প্রলয়ের নেপালে পালাবদল

ক্ষোভ-অগ্নিতে পদত্যাগ ওলির, নিয়ন্ত্রণ সেনার

ঝলসে মৃত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর: দেশজোড়া বিক্ষোভের মুখে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করলেন। গণবিদ্রোহের দাবি মেনে নিলেন তিনি। সেনাবাহিনীর তরফেও তাঁকে পদত্যাগের অনুরোধ করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, নেপালের সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এর পর সেনাবাহিনীর কাছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চান ওলি। তার পরেই পদত্যাগ করেন। জানা গিয়েছে, ওলি মন্ত্রিসভার আরও ১০ জন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার কাঠমান্ডু এবং সংলগ্ন ললিতপুর ও ভক্তপুর জেলার বেশ কিছু এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা (স্থানীয় সময়) থেকে কার্ফু চলছে কাঠমান্ডুর বিভিন্ন প্রান্তে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই কার্ফু চলবে বলে জানায় কাঠমান্ডু জেলা প্রশাসন।

এদিকে, রাত ১০টা থেকেই পুরো নেপালের লাগু হয়েছে সেনাশাসন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত দেশের নিয়ন্ত্রণ সেনার হাতেই থাকবে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, নেপালের কোটেশ্বরে তিন পুলিশ কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, নেপালের ধনগড়ি জেলে হানা দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। সেই সুযোগে জেল ভেঙে পালিয়েছে বন্দিরা। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন ওলি। বিক্ষোভকারী জেন জি-র একাংশ বিবৃতি দিয়ে যুবসমাজকে শান্ত থাকতে জানিয়েছে। জানানো হয়েছে, দেশ এখন তাঁদের নেতৃত্বের অধীনে।

উল্লেখ্য, এরই মধ্যে মঙ্গলবার সকাল থেকে নতুন করে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষোভের মুখে পড়ে নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকরের মৃত্যু হয়েছে। গণবিক্ষোভের সময়ে তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভিতরে আটকে পড়েছিলেন রাজ্যলক্ষ্মী। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। নেপালের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি এই খবর জানিয়েছে।

গণবিদ্রোহের জেরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন কেপি শর্মা ওলি। তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পর একে একে নেপালের প্রাক্তন এবং বর্তমান একাধিক মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন দেয় উত্তেজিত জনতা। দেশের অর্থমন্ত্রীকে তাড়া করা হয় রাস্তার মাঝে।

ধনখড়ের উত্তরসূরি রাধাকৃষ্ণন, ক্রস ভোট 'ইন্ডিয়া'য়?

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছেন এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণণ। ১৪তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রত্যাশা ছাপিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন এনডিএ প্রার্থী। তিনি ভোট পেলেন ৪৫২টি। বিরোধী প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি পেলেন মাত্র ৩০০ ভোট। অন্তত ১৫টি ভোট বাতিল হয়েছে বলে খবর।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএর জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। খাতায়কলমে শাসকজোট এনডিএ-র পক্ষে ছিল ৪২৫টি ভোট। জোটসঙ্গীদের পাশাপাশি অতিরিক্ত ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সমর্থন পেয়েছে এনডিএ শিবির। কয়েকজন নির্দল সাংসদও এনডিএ-কে সমর্থনের কথা ঘোষণা করে। সব মিলিয়ে এনডিএর মূল চ্যালেঞ্জ ছিল আগেরবারের ব্যবধানের অন্তত কাছাকাছি যাওয়া। ২০২২ সালে এনডিএ-র প্রার্থী ধনখড় বিরোধীদের প্রার্থী মার্গারেট আলভাকে ৩৪৬ ভোটে পরাজিত করেছিলেন। এবার সেই ব্যবধান কমে দাঁড়াল ১৫২ ভোট।

১৪ তম উপরাষ্ট্র নির্বাচন উপলক্ষে সকাল ১০টা থেকে সংসদে শুরু হয়। এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণণ বনাম ইন্ডিয়া জোটের সুদর্শন রেড্ডির এই নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রথম ভোটটি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর একে একে ভোট দিতে দেখা গেল কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, জেপি নাড্ডা, নীতীন গড়করিদের। ভোট কেন্দ্রে হাত ধরাধরি করে আসতে দেখা যায় কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করিকে।

এদিন সংসদ পরিসরে প্রধানমন্ত্রীর ভোটদানের পর সংসদে আসতে দেখা যায় দুই বরিষ্ঠ নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ও নীতীন গড়করি। একে অপরের হাত ধরে খোশমেজাজে গল্প করতে করতে সংসদে ঢোকেন তাঁরা। এই ছবি সামনে আসার পর বিজেপির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া না এলেও, ছবিকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। হাত শিবিরের মুখপাত্র অখিলেশ প্রতাপ সিং বলেন, 'এটাই আসল গণতন্ত্রের ছবি। আপনারা কখনও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে দেখেছেন কোনও বিরোধী নেতার হাত ধরে হাঁটছেন। উনিতো সর্বদাই রেগে থাকেন। এবং কারও সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনবোধ করেন না।' পাশাপাশি শাসক-বিরোধী ঐক্যের ছবি দেখা গিয়েছে অখিলেশ যাদব ও গিরিরাজ সিংয়ের মধ্যেও। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংসদে দেখা যায় খোশ মেজাজে গল্প করতে।

এদিনের নির্বাচনে ক্রস ভোট হয় কিনা সেদিকে নজর ছিল গোটা দেশের। ভোট শেষে বিরোধী শিবিরের তরফে দাবি করা হয়, কোনও ক্রস ভোট হয়নি। বিরোধীদের সমর্থন ঘোষণা করা ১০০ শতাংশ সাংসদ ভোট দিয়েছেন। এবং বিরোধী প্রার্থীকেই দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ দাবি করেন, সংসদের ইতিহাসে এটা নজিরবিহীন ঘটনা। বিরোধী শিবিরের ৩১৫ জন সাংসদই ভোট দিয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রত্যাশার তুলনায় ভোট কম পেল ইন্ডিয়া জোট।

জ্বলছে গণতন্ত্রের পীঠস্থান। বিক্ষোভের আগুনে পুড়ল নেপালের পার্লামেন্ট হাউস।

সতর্ক রাজ্য, বার্তা শান্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ-সহ একাধিক সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে ঘিরে নেপালে ছড়িয়েছে অশান্তি। তার আঁচ যাতে পশ্চিমবঙ্গে না পড়ে, সেই জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এরমধ্যে তিন দিনের সফরে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই সফরকে কেন্দ্র করে নেপাল সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জায়গায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উত্তরবঙ্গ সফরে রওনা হওয়ার আগে কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিবেশী ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব। কেউ যেন অশান্তিতে জড়িয়ে না পড়েন। নেপাল নিয়ে যা বলার কেন্দ্র বলবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালকে আমরা ভালোবাসি'। মুখ্যমন্ত্রীর আরও সতর্কবার্তা, রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে কেউ যেন এই মুহূর্তে নেপালে না যান। বললেন, 'কেউ হঠাৎ করে ঝুঁকি নিয়ে ওখানে চলে যাবেন না। আমাদের না জানিয়েও যাবেন না।'

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের আইজি, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারকে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন। কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হলে প্রথম থেকেই কড়া হাতে মোকাবিলা করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতেই ডিজিপি সরাসরি দার্জিলিংয়ের এসপি এবং সীমান্তবর্তী অন্যান্য জেলার পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা বলেন। এ দিন সকালে নেপালের কাঁকরভিটা সীমান্তের ওপারে টায়ার জ্বালানোর ঘটনা ঘটতেই দার্জিলিংয়ের এসপি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ফোর্স, র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। পাশাপাশি মিরিক সংলগ্ন পশুপতিনগর, পানিট্যাঙ্কি এবং কাঁকরভিটা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে ইন্টেলিজেন্স নজরদারি।

উদ্বিগ্ন কেন্দ্র, জারি নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় নাগরিকদের আপাতত নেপাল যেতে বারণ করল বিদেশ মন্ত্রক। যাঁরা সেই দেশে রয়েছেন, তাঁদের ঘরের বাইরে বার হতেও নিষেধ করা হয়েছে। একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে তা জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। তারা এ-ও জানিয়েছে, প্রয়োজনে কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নেপালে থাকা ভারতীয়েরা। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নেপালে থাকা ভারতীয়দের যোগাযোগের জন্য হেল্পলাইন নম্বরও প্রকাশ করেছে বিদেশ মন্ত্রক।

যুবসমাজের বিক্ষোভে উত্তপ্ত নেপাল। এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিদেশ মন্ত্রক। একটি বিবৃতি দিয়ে মঙ্গলবার তারা জানিয়েছে, 'সোমবার থেকে নেপালে যা ঘটছে, তার উপর নজর রেখেছি। অনেক তরুণের প্রাণ গিয়েছে বলে দুঃখিত। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' পাশাপাশি, বিদেশ মন্ত্রক নেপালের সঙ্গে

দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের কথাও মনে করিয়েছে। তারা বলেছে, 'নেপালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রতিবেশী হিসেবে আশা করব, উদ্বিগ্নেরা সংযত হবেন এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে বিষয়টি কথা বলবেন।'

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ বিভিন্ন জায়গায় কার্ফু জারি রয়েছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নেপালে থাকা ভারতীয়দের সাবধানে থাকতে বলেছে তারা। নেপালের প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলতে বলেছে তাঁদের। প্রসঙ্গত, কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন দাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচল স্থগিত হয়েছে। তাই নেপালে অনেক ভারতীয়ই আটকে পড়েছেন। নেপালে এমনিতে ভারত থেকে সব সময়ই বহু মানুষ বেড়াতে যান। তাই সেখানে আটকে পড়া ভারতীয়দের মধ্যে পর্যটকও রয়েছেন বলে খবর। নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়দের জরুরি সময়ে যোগাযোগের জন্য দু'টি নম্বর প্রকাশ করেছে দিল্লির দূতাবাস, ৯৭৭-৯৮০৮৬০২৮৮১ এবং ৯৭৭-৯৮১০৩২৬১৩৪। নেপালে আপাতত ভারতীয়দের যেতেও বারণ করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে বাড়ল নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেন জি আন্দোলনের আঁচ যাতে নেপাল পেরিয়ে এ প্রান্তে না-আসে, সে জন্য ইন্দো-নেপাল সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা জারি হয়েছে। সরকারি ভাবে বলা না হলেও ইতিমধ্যে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে যান চলাচল বন্ধ। একসঙ্গে একাধিক পদক্ষেপ করছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার।

আন্দোলনে উত্তাল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন। নেপালের কৃষিমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী-সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর পদত্যাগের খবর মিলেছে। এমতাবস্থায় ওই আন্দোলনের আঁচে থমথমে পরিবেশ ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে। উত্তরবঙ্গে নেপাল সীমান্তে কয়েকশো ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে ওপারের অশান্তির জন্য। পানিট্যাঙ্কিতেও দোকানপাট বন্ধ। সোমবার দুপুর থেকেই সেখানে কড়াকড়ি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পরিচয়পত্র পরীক্ষা ছাড়া সীমান্ত পারাপার কঠিন। এ পারে এসএসবি, ও পারে নেপালি সেনা সতর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফেও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

সীমান্তে সোমবার দুপুর থেকেই কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে। এই মুহূর্তে পরিচয়পত্র পরীক্ষা ছাড়া সীমান্ত পারাপার কার্যত কঠিন হয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষদের। শিলিগুড়ি-নেপাল সরকারি বাস পরিষেবাও এই মুহূর্তে বন্ধ রাখা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু পর্যন্ত নেপাল সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে সিআইএসএফ, র‍্যাফ। পানিট্যাঙ্কিতেও সীমান্ত সুরক্ষা বলের (এসএসবি) সঙ্গে টহল দিচ্ছে র‍্যাফ। নেপাল সীমান্তের ভারতীয় ভূখণ্ডে সব ধরনের মিছিল এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদিন সকালে পরিস্থিতি নিয়ে দার্জিলিং পুলিশ সুপারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। নিরাপত্তা, নজরদারি আরও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার নেপালের বিরতামোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন আন্দোলনকারীরা। সেখানেও মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। সেই কারণে কোনও রকম ঝুঁকি না-নিয়ে সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটসাট করা হয়েছে। ইন্দো-নেপাল সীমান্তে দ্বিগুন করা হয়েছে নিরাপত্তা।

উদ্বেগে মোদী

■ **নেপালের উত্তাল পরিস্থিতি নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে প্রতিক্রিয়া জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি হিমাচল ও পঞ্জাব সফর সেরে এসে নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে ক্যাবিনেট কমিটির অন সিকিউরিটির মিটিং করেন। এই বৈঠকে প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বলে হ্যান্ডলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, নেপালে ছড়িয়ে পড়া হিংসা হৃদয়বিদারক। সেখানকার অনেক যুবকের প্রাণ গিয়েছে জেনে পীড়া অনুভব করছি। নেপালের স্থিরতা, শান্তি ও সমৃদ্ধি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।**

তুষারধসে মৃত তিন জওয়ান

সিয়াচেন

লাদাখ, ৯ সেপ্টেম্বর: লাদাখের সিয়াচেনে বড়সড় তুষারধস নেমে এল। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সেনার এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, এই ঘটনায় তিন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। তবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নিয়ন্ত্রণরেখায় সেনা জওয়ানরা টহল দেওয়ার সময় তুষারধস নামে। এই প্রথম নয়, ২০১৯ সালে বড় তুষারধস নামায় চার সেনা জওয়ান-সহ ছ'জনের মৃত্যু হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণরেখায় টহল দেওয়ার সময়ে তুষারধসের কবলে পড়েন তাঁরা। ২০২১ সালেও তুষারধস নামে।

সেনা সূত্রে খবর, যে তিন জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা মহর রেজিমেন্টের। তাঁদের মধ্যে দু'জন 'অগ্নিবীর' রয়েছেন। মৃত জওয়ানদের মধ্যে এক জন গুজরাত এবং বাকি দু'জন উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। পাঁচ ঘণ্টা ধরে ধসের নীচে চাপা পড়েছিলেন তিন জন। এক সেনা ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনার পরই উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। ধসের নীচে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিয়াচেনে মাঝেমধ্যেই তুষারধস নামে। ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় নিয়ন্ত্রণরেখার উত্তর প্রান্তে রয়েছে সিয়াচেন হিমবাহ। এখানে আবহাওয়া বেশির সময়েই খারাপ থাকে। তাপমাত্রা বেশির ভাগ সময়েই হিমাঙ্কের ৬০ ডিগ্রি নীচে থাকে। অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও এই অঞ্চলে সারা বছর পাহারায় থাকে ভারতীয় সেনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Josimuddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Josimuddin S/o. Sk. Harun Al Rasid ও Zasimuddin Sekh S/o. Harun Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Suhriday Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jogendra Chandra Saha ও J. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Debasis Sarkar ও Debasish Sarkar S/o. Jnan Ranjan Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪১১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Monirul Islam S/o. Sk. Samser Ali R/o. Morah, Haripal, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Farha Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Sk. Monirul Islam-এর পরিবর্তে Manirul Mondal ও আমার স্ত্রীর সঠিক নাম Esmatara Begam-এর পরিবর্তে Esmatara Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sk. Monirul Islam & Manirul Mondal ও আমার স্ত্রী Esmatara Begam & Esmatara Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhrangshu Das S/o. Sudhangshu Das ও Subharanshu Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৫৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Intaj Sekh ও Intaj Nikari S/o. Ansar Nikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৬৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sabana Intaj Sekh ও Sabana Nikari W/o. Intaj Nikari, D/o. Mahasin Gazi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৭৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Suman Ghose S/o. Radha Gobinda Ghose (old name), R/o. Rosna, Pandua, Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Suman Ghosh S/o. Radhagobinda Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Suman Ghose S/o. Radha Gobinda Ghose & Suman Ghosh S/o. Radhagobinda Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjan Kabat ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nanda Kishor Kabat ও N N Kabat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৬৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Ayaan Intaj Sekh S/o. Intaj Sekh ও Ayaan Nikari S/o. Intaj Nikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৯৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Akkash Ali S/o. Sk. Rowson Ali, সাং দিগসুই ফতেপুর, দিগসুই, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk. Sabiruddin) জন্ম সার্টিফিকেটে (195 dt. 13/11/2003) আমার সঠিক নাম Sk Akkash Ali-এর পরিবর্তে Sk. Nasiruddin লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sk Akkash Ali & Sk. Nasiruddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬১৭৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Nasiruddin S/o. Shaikh Abdullah, সাং খিরকুন্ডি, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (928 dt. 27/09/2016) আমার সঠিক নাম Shaikh Nasiruddin-এর পরিবর্তে Sk. Nasiruddin ও আমার পুত্রের সঠিক নাম Shaikh Rehan-এর পরিবর্তে Md. Rehan লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Shaikh Nasiruddin & Sk. Nasiruddin ও আমার পুত্র Shaikh Rehan & Md. Rehan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম/ পদবী পরিবর্তন

আমি, Chandradeep Adhikari পিতা Sandip Adhikary ঠিকানা BC-3,Rajarhat Road, Jyangra, P.O. Aswininagar, P.S. Baguiati, Dist. North 24 Parganas, W.B, Pin-700059, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার মাতার আসল এবং সঠিক নাম হল Chandra Adhikary, কিন্তু আমার পাসপোর্ট নং N7163814 তে আমার মাতার নাম Chandra Adhikary এর পরিবর্তে Chandra Adhikari হয়ে গেছে। গত 09.09.2025 তারিখে নোটারি পাবলিক CJMS কোর্টের এফিডেভিট নং 08, 2025 দ্বারা Chandra Adhikari এবং Chandra Adhikary সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

নাম/ পদবী পরিবর্তন

আমি, Chandradeep Adhikari পিতা Sandip Adhikary ঠিকানা BC-3, Rajarhat Road, Jyangra, P.O. Aswininagar, P.S. Baguiati, Dist. North 24 Parganas, W.B, Pin-700059, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার পিতার আসল এবং সঠিক নাম হল Sandip Adhikary, কিন্তু আমার পাসপোর্ট নং N7163814 তে আমার পিতার নাম Sandip Adhikary এর পরিবর্তে Sandip Adhikari হয়ে গেছে। গত 09.09.2025 তারিখে নোটারি পাবলিক CJMS কোর্টের এফিডেভিট নং 07, 2025 দ্বারা Sandip Adhikari এবং Sandip Adhikary সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **পাঁচঘরা লজিস্টিকস পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড** ২৯.৬৭ শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা দলিল নং ০৬০৮০১৫০৯ সাল ২০২৫ এ.ডি.এস.আর, জনাই, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত, এল.আর. দাগ নং ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৮১, ৩৮৮২, ৩৮৮৫, ৩৮৯৭, ৩৮৫৪, এবং ৩৮৫৫ যার সঙ্গে সম্পর্কিত আর.এস. দাগ নং ৩৫৯৪, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬, ৩৬১১, ৩৬১২, ৩৬১৫, ৩৬২৭, ৩৫৮২, এবং ৩৫৮৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭৭/১, ২৩৫৭, ১০৬৫, ২৫৮৫, ২২৭৫, ২২৭৬, ২৯২৮, যেটি মৌজা- পাঁচঘড়া, জে.এল. নং ৮০, পি.এস.- চণ্ডীতলা, ডানকুনি এলাকায় অবস্থিত, যা প্রগতি মেডিফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত প্রগতি মেডিফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড ৭.৩৯ শতক জমি সঙ্গীতা জয়সওয়ালের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, দলিল নং ১৯০৩০৪৫৩৫ সাল ২০২৪ এ.আর.এ -৩, কলকাতা এ নিবন্ধিত, যা তার দ্বারা অনুমোদিত ২০১২ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নং ০১৬৯২ এর মাধ্যমে তার গঠিত আমমোক্তার সত্য নারায়ণ জয়সওয়াল দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে এ.আর. এ-৩, কলকাতাএ নিবন্ধিত।

এটি আমার সত্য এবং সৎ উদ্বেগ, এবং আমি সম্মান সহ ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা থেকে সার্কুলার নং ১০০০-১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি কেউ কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আর.ও, চণ্ডীতলা-২ এ প্রতিবেদন করবেন।

(GANESH MANNA)
Advocate

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মহাম্মদ মফিজুর রহমান, পিতা - মরহুম ইউসুফ আলি, সাং-কুতমহল, পোঃ- বেলুন, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। বিগত ইংরাজীর ০৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I - ৩০৩৯ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আমাকে **সেখ মফিজুল ইসলাম**, পিতা সেখ আব্দুল রহিম, সাং- কুতমহল, পোঃ - বেলুন, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি. এস.আর পাণ্ডুয়া অফিসে ১৯/০৬/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৪৭০/২০২৫ নং দলিল মূলে **সেলিমা খাতুন**, স্বামী- রবিউল সেখ, সাং - হরীপুর, পোঃ - হরীপুর নদীয়া, থানা – শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, পিন নং - ৭৪১৪০৪। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা ভায়রা, জে. এল. নং ১০২, হাল. এল. আর. ১১০৫ খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ৫২৩ নং দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৫৯ শতকের মধ্যে ৪.৯৬ (চার দশমিক নয় ছয়) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **সেলিমা খাতুন**, স্বামী - রবিউল সেখ, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সেখ মফিজুল ইসলাম (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)আস্যা পারভিন** স্বামী শাকিল রহমত, সাকিম 2B/H/39 গ্যাস এসটি, রাজা রাম মোহন সরনী, নারিকেলডাঙ্গা, কোলকাতা-৭০০০০৯, **২)লাডলী বেগম** স্বামী মরহুম মহঃ হায়দার, উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ আবদুল রাজ্জাক ওরফে মরহুম আব্দুর রাজ্জাক মিঞা মন্ডল, সাকিম 11/1/H/3 হরশী এসটি, আমহার স্ট্রীট, রাজা রাম মোহন সরনী, নারিকেলডাঙ্গা, কোলকাতা-৭০০০০৯, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ২৭/০৯/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0217/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহঃ সাহাবুদ্দিন**, পিতা মরহুম মহঃ মকবুল, সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/১১/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-12455/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **নৌসাদ আলম** পিতা মরহুম মহঃ সাবির, সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে ১১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, ৪৩ নং জে.এল. ভুক্ত, সাবেক ৩৭০ হাল এল.আর. ৯৩ নং ও বর্তমান কম্পিউটার পর্চা মতে ৭২৮ খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **নৌসাদ আলম** পিতা মরহুম মহঃ সাবির, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মহঃ সাহাবুদ্দিন (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি

IN THE 3rd COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.) PASCHIM MEDINIPUR
T.S. NO. 240/2020
Sri Sanjib Dutta & others ...Plaintiffs
-Vs-
Sri Kamal Bihari Dutta & Others ...Defendants

এতদ্বারা শ্রী বিজিত দত্ত ৩ নং বিবাদী এবং শ্রী বিদ্যুত দত্ত ৪ নং বিবাদী, উভয় পিতা- মৃত বিমান বিহারী দত্ত, উভয় সাকিন- ভূত গেড়িয়া, পোস্ট-ধারেন্দা, থানা-খড়গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, এর উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী অমল দত্ত দিং, মেদিনীপুর, সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, ৩য় আদালতে T.S. NO. ২৪০/২০২০ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং- ২৫-৯-২০২৫ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকিলে তাহা স্বয়ং অথবা উকিল বাবুর মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া উক্ত তারিখে ব্যক্ত করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আদেশানুসারে
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন,
৩য় আদালত
সেরেস্তাদার
Smt. Nibedita Mukherjee Majumdar
30/8/25

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

IN THE 6TH COURT OF ADDITONAL DISTRICT JUDGE PASCHIM MEDINIPUR
O.S. NO. 08 OF 2021
Alpana Bhakta........Petitioner
.Vs.
Sumitra Bhakta Dutta & Others ..... Opposite Party

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে **আল্পনা ভক্ত**, স্বামী স্বর্গীয় গুরুদাস ভক্ত, সাং-নেড়েকোপা, পোস্ট রসকুন্ডু, থানা - গড়বেতা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, নিবাসিনী ৬ নং অতিরিক্ত জেলা জজ, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে O.S. No. 08/2021 নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়া, **গুরুদাস ভক্ত** কর্তৃক নিম্ন তপশীলবর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে ইং ১১/১২/২০১২ তারিখে সম্পাদিত, গড়বেতা রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ২১/২০১২ নং উইল প্রবেট এর প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার আগামী ইং-06/12/2025 শুনানির দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকিলে তাহা স্বয়ং অথবা উকিল বাবুর মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া উক্ত তারিখে ব্যক্ত করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

তপশীল: জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও এ.ডি.এস.আর. অফিস-গড়বেতার অধীন বগড়ী পরগনার অন্তর্গত রসকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত এর অন্তর্গত নেড়েকোপা মৌজায়, জে.এল. নং-৭৪৩, খতিয়ান নং আর.এস. জরিপে ৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৩০৬ তিনশত ছয় যাহা লে আউট ৬১ একষট্টি দাগে ধানী ১০০ একশত ডে: বা এক একর রায়ত দখলী স্বত্ব। আদেশানুসারে

Biswanath Dey (Bench Clerk)
A.D.J. 6th Court, Paschim Medinipur, 09.09.2025

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা জয়দেব ঘোষ ওরফে ঝণ্টু ঘোষ ও নিতীশ চন্দ্র ঘোষ, সকলের পিতা মৃত ননী গোপাল ঘোষ, সাং- শিলিন্দা, পোঃ- শিলিন্দা, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, গত ইং 20-04-2015 সালে 1731/2015 দলিল বলে সমর বসু পিতা- ৺সুশীল কুমার বসু, পদ্মভিলা, পোঃ শিলিন্দা, চাকদই ও উত্তম কুমার রায়, পিতা- ৺কৃষ্ণপদ রায়, পোঃ বালিয়া, চাকদহ, নদীয়া, মহাশয়গন কে 166 আমডাঙ্গ মৌজায় খতিয়ান নং- 27, দাগ নং- 122 মোট আমমোক্তারনামা সম্পপ্তির পরিমান 52 শতক জমির আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা Ohab Sekh, S/O- Shukurulla Sekh ও Shahenura Khatun, W/O- Ohab Sekh উভয়ের সাং গণেশনগর, পোঃ-বারুইপাড়া, থানা হরিহরপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, প:ব:, পিন ৭৪২১৬৬ এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের পুত্র Sarikul Sk, S/O-Ohab Sekh & Shahenura Khatun এর বিবাহ গত ইং ০৮.১১.২৪ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হরিহরপাড়া মোকামে Sweety Aktar, D/O- Md Manir Hossain & Josna Begum সহিত সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বিবাহ টি পারিবারিক সম্মতি ও সামাজিক রীতিনীতি মানিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মর্মে গত ইংরেজির ২৬.০৮.২৫ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কোর্ট হইতে দুই নং সিরিয়ালে নটারী পাবলিক হলফনামা করা হইয়াছে। এই মর্ম এই ঘোষণা আমরা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় দিচ্ছি যাহাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা জনগণের নিকট বিবাহের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী গৌতম জানা, ২)শ্রী পার্থ জানা, ৩)শ্রী সিদ্ধার্থ জানা**, সকলের পিতা ৺সনৎ কুমার জানা, **৪)শ্রীমতী মৌসুমী জানা** স্বামী ৺তথাগত জানা, সকলের সাকিম এন.টি. রোড, কামার পাড়া, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ১৭/১২/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00257/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**মনোজ ঘোষ** পিতা ৺বংশী ঘোষ, সাকিম ২৪৩/ডি/২, এন.সি. ব্যানার্জ্জী রোড, চক বাগদীপাড়া, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইংরাজী ২৪/০৫/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03608/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রেশমা খাতুন** পিতা মহম্মদ মইনউদ্দিন, সাকিম ৪নং কে.এম. ভট্টাচার্য্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০১ ছটাক ০৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা শ্রীরামপুর, মৌজা দীর্ঘাঙ্গ, ৪ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১০৫৪ ও ১৪৩২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪২৪৫ তথা হাল. এল.আর. ৪৭৬৭ নং দাগে শুনা জমি ০১ কাঠা ০১ ছটাক ০৬ বর্গফুট অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **রেশমা খাতুন** পিতা মহম্মদ মইনউদ্দিন, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও শ্রীরামপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মনোজ ঘোষ (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১) শ্রীমতী ববিতা দেবী, স্বামী- রাজকুমার মাহাতো, **২) শ্রীমতী সোভা দেবী**, স্বামী - মনচুন মাহাতো, উভয়ের সাং - খন্যান, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলী। বিগত ইংরাজীর ২৭/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-৯১৩৮ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আমাকে **শ্রী দিলীপ মাহাতো**, পিতা- স্বর্গীয় চুনচুন মাহাতো, সাং নৈপুকুরপাড় খন্যান, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৭। নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর পাণ্ডুয়া অফিসে ১৩/১০/২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৯৬৪১/ ২০২৩ নং দলিল মূলে **শ্রীমতী রাধা মাহাতো**, স্বামী - সুদামো মাহাতো, সাং ও পোঃ- মাখলা, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং - ৭১২২৪৫। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা খন্যান, জে.এল. নং ১২৯, হাল এল.আর. ৫৮৩৬,৫৮৩৭ খতিয়ানে সাবেক ৪৫৯৯ তথা হাল ৪৭৭৬ নং দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ২৮ শতকের মধ্যে ৩.৩০ (তিন দশমিক তিন শূন্য) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **শ্রীমতী রাধা মাহাতো**, স্বামী - সুদামো মাহাতো, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- শ্রী দিলীপ মাহাতো (আমমোক্তার)

PUBLIC NOTICE

LOSS OF DEED

Notice is hereby given to the Public by Susmitta Mukhopadhyay nee Ghosh, the only surviving successor of Late Bijaya Ghosh and Late Uma Prosad Ghosh that Original Deed of Conveyance registered in the Office of the Additional District Sub - Registrar, Cossipore, Dumdum, North 24 Parganas being Book No. - I, Volume No. - 53, Pages 15 to 30, Being No. - 2231, for the year 1992 in favour of Smt. Bijaya Ghosh (since deceased) wife of Late Uma Prosad Ghosh in respect of Flat No. - Third Floor Northern Side and a small room at the top of stair case of "Subheccha Apartment" of Premises No. - 1/1M, South Sinthi Road, P.S. - Sinthi, Kolkata - 700050, has been lost. A General Diary has been lodged before the Sinthi Police Station Vide G D E No. - 2056 Dated 29.08.2025.

Anybody having custody of the said Deed or having any information thereof may kindly intimate the undersigned within 15 days from the date of publication hereof after which no claim shall be entertained. All people are hereby informed not to deal or carry out any transaction with any one on the basis of the said missing document. Kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 15 days from the date hereof after which no claim shall be entertained.

Kindly let me know the charges for such publication.

(Gouranga Chatterjee)
Advocate
Communicating Address :
Gouranga Chatterjee, Advocate
H A 203, Sector-III, Sal Lake
Kolkata - 700097
Mob No. : 9830049780

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১) রওশন আরা বেগম, স্বামী-মহম্মদ মাহিবার রহমান, **২) সফিকা বানু**, স্বামী - মরহুম সৈয়দ রসিদুন নবী, **৩) সৈয়দ সোহেল হোসেন**, পিতা-মরহুম সৈয়দ রসিদুন নবী, **৪) নাসরিন জাহান**, স্বামী মরহুম সৈয়দ সফিকুন নবী, সকলের সাং- পাণ্ডুয়া নাক্সী মহল্লা, পাণ্ডুয়া, হুগলী। **৫) মুসারৎ আরা বেগম**, স্বামী - নূর আলম, সাং-পাণ্ডুয়া স্টেশন রোড, থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী, **৬) সৈয়দ ফারজানা ইয়াসমিন**, পিতা- মরহুম সৈয়দ রসিদুল নবী, সাং- বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং ১, বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২১২২। বিগত ইংরাজীর ২৩/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি. এস.আর. পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - ১৬২ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারদ্বয় আমাদেরকে **১) সেখ সামসের আলি**, পিতা মরহুম আব্দুস সাল্লাম, সাং- পাণ্ডুয়া সাঁতঘড়িয়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯। **২) মহঃ শাজাহান**, পিতা- মরহুম মহঃ আলি, সাং- পাণ্ডুয়া বালিহাট্টা, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯। নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা এ.ডি.এস.আর পাণ্ডুয়া অফিসে ২৪/০৭/২০১৯ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ২৫২২/২০১৯ নং দলিল মূলে **পারো বিবি**, পিতা- মহঃ নঈম, সাং- পাণ্ডুয়া পশ্চিম বালিহাটা, পোঃ- পাণ্ডুয়া, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, জে.এল. নং ৪৩, হাল এল.আর. ২১৫ খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ৭৮১ নং দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৬৭ শতকের মধ্যে ৩.৩০ (তিন দশমিক তিন শূন্য) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **পারো বিবি**, পিতা- মহঃ নঈম, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। **সেখ সামসের আলি ও মহঃ শাজাহান**

আমমোক্তারদ্বয়

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী স্বপ্না ব্যানার্জ্জী, স্বামী- শ্রী অরুন ব্যানার্জ্জী, সাং ও পোঃ- খন্যান, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৭। বিগত ইংরাজীর ১৪/০৮/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - ১৭৮ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আমাকে **সেখ আব্দুল মালেক**, পিতা- মরহুম রওশন আলি, সাং - খন্যান পশ্চিমপাড়া, পোঃ - খন্যান, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৭। নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর পাণ্ডুয়া অফিসে ১৬/০৩/২০২২ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ১৬৩২/ ২০২২ নং দলিল মূলে **শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী**, পিতা- শ্রী বেনারস বৈঠা, সাং- ২৩৯ এল্যায়েন্স নিউ লাইন জগদ্দল, পোঃ- ভাটপাড়া, থানা - জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং - ৭৪৩১২৫। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা খন্যান, জে. এল. নং ১২৯, হাল. এল. আর. ১৭৮৭ খতিয়ানে সাবেক ৪৬১৫তথা হাল ৪৭৯৮ নং দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৩৮ শতকের মধ্যে ৩.৩০ (তিন দশমিক তিন শূন্য) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী**, পিতা - শ্রী বেনারস বৈঠা, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- আব্দুল মালেক (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সেখ মহাম্মদ সামসুজ্জামান**, পিতা মরহুম আব্দুল ওহাব, সাকিম তেতরপাড়, মুকুল সিনেমাতলা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয় বিগত ইং ১০/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0156/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহঃ ইসলাম**, পিতা মহঃ আলম, সাকিম ইলামপুর, তিন্না, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01429/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **নুরি বিবি**, পিতা নুর আলম, সাকিম ইলামপুর, তিন্না, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে ২২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা আর্ত্তী, ৫০ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫২ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৯৯২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৬ শতক, ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১০১১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৬ শতক, ৩)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১০৬৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৬ শতক, একুনে তিনটি দাগে মোট ১১৮ শতক সম্পত্তি এবং জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা ভিটাসীন, ৪৮ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৩৭ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৯৮ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৪১ শতক, ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৮২০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬৬ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ১০৭ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি মৌজায়, দুইটি খতিয়ানে, পাঁচটি দাগে মোট ২২৫ শতক সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **নুরি বিবি**, পিতা নুর আলম তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-মহম্মদ ইসলাম (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই সেপ্টেম্বর, ২৪ শে ভাদ্র বুধবার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রিবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দূরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভাটপাড়ায় তৃণমূলের নেতানেত্রী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের 'বিএলও' করার অভিযোগ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশ, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী কিংবা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বুথ লেভেল অফিসার অর্থাৎ বিএলও করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের নেতানেত্রীদের বিএলও করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিএলও হওয়া তৃণমূলের নেতানেত্রীদের তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

এদিন তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ রয়েছে, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিএলও করা যাবে না। তথাপি ভাটপাড়ায় তৃণমূলের কার্যকর্তাদের বিএলও করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের শিক্ষা সেলের নেতা বিজেশ প্রসাদ, তৃণমূল নেত্রী রাজলক্ষ্মী সাউ, সঞ্জয় যাদব, রবিশঙ্কর সিং, মাসুম সাউ, এইরকম ১৮-১৯জনকে 'বিএলও' করা হয়েছে। যারা সরাসরি তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের আরও অভিযোগ, শুধু তৃণমূল নেতানেত্রী নয়। অঙ্গনওয়াড়ি ও আইসিডিএস কর্মীদের ভাটপাড়ায় বিএলও করা হয়েছে। কমপক্ষে ২০-২৫ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে বিএলও করা হয়েছে। এমনকি বিএলওর তালিকায় রয়েছেন স্কুলের নন-টিচিং স্টাফও।

তাঁর অভিযোগ, ভাটপাড়ায় এক-একজন ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় জ্বলজ্বল করছে। তাঁর দাবি, ভাটপাড়ায় মৃত ভোটার ৩৪৭৪ জন, অন্যত্র থাকেন অথচ ভোটার তালিকায় নাম আছে ৫৪৫৫ জনের এবং বিয়ের পর অন্যত্র চলে গেছেন, তেমন ভোটার ৪৪৮। সবমিলিয়ে ৯৩৭৭ ভুয়ো ভোটার এখনও ভোটার তালিকায় রয়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ভুয়ো ভোটার তালিকায় রেখে শাসকদল প্রতি বছর ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে। তিনি জানান, তৃণমূলের নেতানেত্রীদের বিএলও করা নিয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর মেল করে নির্বাচনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেলে তৃণমূলের আসন সংখ্যা ৫০-এর নিচে নেমে যাবে। তাঁর দাবি, ভুয়ো ভোটার বাদ যাবে এই আশঙ্কায় এসআইআর আটকাতে তৃণমূলের শীর্ষ নেতানেত্রীরা লম্ফঝম্প করছেন।

মমতা ব্যানার্জিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের ক্ষমতা থাকলে এসআইআর আটকে দেখাক। পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ভাটপাড়া একটা ছোট্ট বিধানসভা কেন্দ্র। মাত্র ১৭টি ওয়ার্ড নিয়ে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে ভুয়ো ভোটার ১২-১৩ হাজার। জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে ভুয়ো ভোটার ২২ হাজারের মতো এবং নৈহাটিতে ভুয়ো ভোটার ১৮ থেকে ১৯ হাজার। তিনি জানান, এসওপি-র ঠিকমতো বদল না হলে কিংবা বিএলওদের বদল না-করা হলে, তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। প্রাক্তন সাংসদের ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রেই কিছু মৃত এবং সিফটিং ভোটার আছে। এই ধরনের ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার কাজ নির্বাচন কমিশনের। তার মানে, এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা রয়েছে।

গত ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শিক্ষক দিবসের সন্ধ্যায় হাওড়া ভোলাগিরি কলামন্দিরে 'মূর্চ্ছনা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে'র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলার স্বর্ণযুগের শিল্পী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আর ছিলেন সুশান্ত বন্দোপাধ্যায়, নীতা বন্দোপাধ্যায়, সুস্মিতা চৌধুরী, সুপকাশ ঘোষ, সোমনাথ চৌধুরী, মালা দাস ও মালিয়া দেববর্মণ প্রমুখ। উপস্থিত সকল শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আমন্ত্রিত সংস্থর মধ্যে সমবেত সংগীতে 'স্বরলিপি' ও তবলায় 'সুর-তালে'র উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চিন্ময় রায় ও দীপান্বিতা মণ্ডল।

যাত্রীসংখ্যায় ফের রেকর্ড মেট্রোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সর্বমোট প্রায় ৮ লক্ষ যাত্রী মেট্রোয় যাতায়াত করেছেন বলে মঙ্গলবার কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। ব্লু লাইনে ভ্রমণ করেছেন প্রায় ৫.৭০ লক্ষ যাত্রী, আর গ্রিন লাইনে যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ২.০৯ লক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, নিয়মিত মসৃণ পরিষেবা ও সময়নিষ্ঠ চলাচলের ফলে ক্রমশ বেশি সংখ্যক মানুষ মেট্রোয় যাতায়াতের দিকে ঝুঁকছেন।

যাত্রীদের সুবিধার্থে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। স্মার্ট কার্ড ও মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহার করলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা এড়ানো সম্ভব এবং ৫ শতাংশ বোনাস বা ছাড় পাওয়া যায়। স্মার্ট কার্ড রিচার্জ অ্যাপের মাধ্যমে বা কাউন্টারে করলে এই ছাড় প্রযোজ্য।

গত তিন দিনে যাত্রীদের উৎসাহ দিতে মেট্রো রেলওয়ে ও ইস্টার্ন রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ ক্যাম্পেইন চালিয়ে ৭০১৬টি নতুন স্মার্ট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। মেট্রোর দাবি, এই পদক্ষেপ যাত্রীদের ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থার সঙ্গে আরও পরিচিত করছে এবং যাতায়াতকে করছে আরও ঝামেলাহীন।

আড়িয়াদহে জয়ন্ত সিংয়ের অনুগামী সুশোভন সরখেলকে মারধরের অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের উত্তপ্ত আড়িয়াদহ। এবার আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংয়ের অনুগামী সুশোভন সরখেলকে মারধর করার অভিযোগ উঠল। যদিও জয়ন্ত সিং এই মুহূর্তে জেলবন্দি। জয়ন্তের বিরুদ্ধে থাকা মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী বিমল পাঁজা। এই বিমল পাঁজার বিরুদ্ধেই সুশোভনকে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত সুশোভন সংকটজনক অবস্থায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আক্রান্তের বাবা স্বপন কুমার সরখেলের অভিযোগের ভিত্তিতে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ বিমল পাঁজাকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও সুশোভনকে মারধোর করার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। ওই সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাইক থামিয়ে সুশোভনকে মারধোর করা হচ্ছে। আক্রান্তের বাবা স্বপন কুমার সরখেল জানান, রবিবার রাতে ছেলে কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার

পুজোতে নাগরদোলায় ‘না’ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসে মেলা। মেলার আকার যাই হোক না কেন, সেখানে খাবার, মণিহারি দোকান যেমন থাকে, তেমনই থাকে নানা জয় রাইড। জয় রাইডে উপচে পড়ে ভিড়। পরিবারের কচিকাঁচাদের সঙ্গে সময় কাটানোই হোক, কিংবা পছন্দের মানুষের সঙ্গে নিভৃত অবসর, মেলায় ঘুরতে গিয়ে বাঙালির এখনও ফার্স্ট চয়েস নাগরদোলা। কিন্তু এ বার তাতেও জারি হল নিষেধাজ্ঞা।

কলকাতা পুরসভার তরফে এ বার মেলায় নাগরদোলার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতায় বহু জায়গায় পার্কের মধ্যেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষে মেলার আয়োজনও করেন উদ্যোক্তারা। তবে এ বার পার্কের মধ্যের পুজোয় কোনও নাগরদোলা বসতে দেওয়া যাবে না-বলে জানা গিয়েছে কলকাতা পুরসভা সূত্রে।

এ ব্যাপারে পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২২ সালের ৪ জুলাই এন্টালির রামলীলা ময়দানে নাগরদোলায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল। রামলীলা ময়দানে মেলা চলাকালীন নাগরদোলা থেকে পড়ে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা সাউ নামে বছর ২৬ বয়সি এক তরুণী মারা যান। ওই ঘটনায় নাগরদোলার অপারেটর-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে ২০০৮ সালে পুজোর সময় দেশপ্রিয় পার্কে নাগরদোলায় চড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তারপরে ২০০৯ সালে নাগরদোলার ওপরে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা ভাবা হয়েছিল কলকাতা পুরসভার তরফে। কিন্তু অবশেষে তা জারি হয়নি। বিশেষজ্ঞের দেওয়া সন্তোষজনক রিপোর্টের ভিত্তিতে পুজো কমিটিগুলিকে অনুমতি দেওয়া হয়।

তবে এ বছর আর কোনও ঝুঁকি নেওয়ার রাস্তায় হাঁটতে রাজি নয় কলকাতা পুরসভা কর্তৃপক্ষ। রামলীলা ময়দানে দুর্ঘটনার পর থেকেই নাগরদোলা বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়না পুরসভার তরফে। তবে এবারে আরও কড়াকড়ি। কোনও ভাবেই পুজোর উদ্যোক্তারা পার্কের মধ্যে কোনও নাগরদোলা বসাতে পারবেন না, জানাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কোনও পুজো কমিটি যদি নাগরদোলা বসায়, তা হলে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার এক আধিকারিক। এমনকি, কেউ যদি ঘুরপথে অন্য কোনও অসৎ উপায় অবলম্বন করে অনুমতি আদায় করতে চান, তাহলে পুরসভার তরফে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

অস্থায়ী কর্মীকে বিএলও নিয়োগের অভিযোগ বিজেপির, কমিশনের নীতি না-মানার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) নিয়োগ নিয়ে ফের সরব বিজেপি। কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া অভিযোগ করেন, রাজ্যে গড়ে ৩৫-৪০ শতাংশ অস্থায়ী কর্মীকে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে; শুধুমাত্র স্থায়ী সরকারি কর্মীদেরই বিএলও করা যাবে। অস্থায়ী কর্মীদের নিযুক্ত করতে হলে জেলাশাসককে লিখিত ঘোষণা দিতে হয় যে সংশ্লিষ্ট বুথে কোনও স্থায়ী কর্মী নেই। বাজোরিয়ার দাবি, এই নিয়ম মানা হয়নি এবং বহু ক্ষেত্রে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অস্থায়ী কর্মীদের দায়িত্ব

দেওয়া হয়েছে।

বাজোরিয়া জানান, ধূপগুড়ির ননীভূষণ রায় নামে এক সক্রিয় তৃণমূল কর্মীকেও বিএলও করা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যে ৯০ হাজার বুথ, তা হলে কি ৯০ হাজার স্থায়ী কর্মচারী নেই? বিজেপির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রতিটি বুথের সরকারি কর্মীদের নাম ও ফোন নম্বর-সহ তালিকা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের হাতে জমা দিয়েছেন।

একইসঙ্গে বিজেপি ১,৬৬৩টি বুথ নিয়ে আনুষ্ঠানিক আপত্তি জানায়। দাবি, এদের অধিকাংশেই পূর্ববর্তী নির্বাচনে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়া অন্য কোনও দল আপত্তি জানায়নি। বিজেপির অভিযোগ, বুথ বিন্যাস নিয়ে জেলাশাসকেরা ভুল তথ্য দিচ্ছেন। বাজোরিয়ার মন্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিশেষ পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া শুরু হবে।

তৃণমূলের বিসর্জন অবধারিত, ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল ভোটার তালিকায় কারচুপি করে গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী থেকে শুরু করে অস্থায়ী কর্মীদের ভোটে টেনে এনে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চাইছে। শমীকের দাবি, এভাবে ভোট বৈতরণি পার করা আর সম্ভব নয়। রাজ্যের মানুষ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা নিয়েছেন এবং এবার তারা নিজের ভোট নিজে দিতে চাইছেন।

বিজেপি সভাপতির মতে, এই রাজ্যে ভুয়ো ভোটার ও মৃত ভোটার মুক্ত তালিকা তৈরি করেই নির্বাচন করতে হবে। অন্যথায় সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, মানুষ আজ সব রাজনৈতিক পতাকা ভুলে একটাই পতাকা দেখতে পাচ্ছে, যে পতাকা তৃণমূলকে হারাবে। তৃণমূলকে সরাসরি নিশানা করে শমীক ঘোষণা করেন, তৃণমূল হারছে, তৃণমূল বিদায় নিচ্ছে, তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বিজেপি এখন থেকেই রাজ্যে শাসকদলের পতনের মন্ত্র জপছে।

পুরনো গাড়ি বাতিলের পরও ব্যবহার পারমিট, আর্থিক জরিমানার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি হলে তা বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়ার কথা। সেই সঙ্গে গাড়ির সরকারি পারমিটও বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। তবে বাস্তবের ছবিটা বড়ই ভিন্ন। গাড়ি স্ক্র্যাপে পাঠানো হলেও সেটির পারমিট ব্যবহার করে নতুন গাড়ি রাস্তায় নামছে। যদিও এটা করা যায় না।

নিয়ম অনুযায়ী, কোনও গাড়ি স্ক্র্যাপ করার আগে পরিবহণ দপ্তরকে আগাম জানাতে হয়। তার জন্য ছাড়পত্র নিতে হয়। সেটা পেতে পুরনো গাড়ির ট্যাক্স, ব্যাঙ্ক ঋণের বকেয়া, বিমা এবং কোনও আইনি ঝামেলা থাকলে মেটাতে হয়। সে সব না-করেই অনেকে গাড়ি স্ক্র্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রে খবর। ফলে পরবর্তী কালে এ নিয়ে নানা আইনি জটিলতা দেখা দিচ্ছে। গাড়ি স্ক্র্যাপ হয়ে যাওয়ায় ব্যাঙ্ক আনাদায়ী ঋণের টাকাও আদায় করতে পারছে না।

এমন সমস্যা তৈরি হতেই নড়েচড়ে বসেছে পরিবহণ দপ্তর। অনিয়ম বন্ধ করতে জারি হয়েছে নির্দেশিকা। যাঁরা পুরনো বাসের পারমিট দেখিয়ে নতুন বাস চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণ দপ্তরের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই যাঁরা বাতিল হয়ে যাওয়া গাড়ির পারমিট ব্যবহার নতুন গাড়ি নামিয়েছেন, তাঁদের মোটা টাকা জরিমানা করা হবে। মোটর ভেহিকল আইনের ৮৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী (১) (সি) রেজিস্টারিং অথরিটিকে না জানিয়ে কেউ যদি

গাড়ি স্ক্র্যাপ করেন, তা হলে তাঁকে জরিমানা করতে পারে আরটিএ (রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি)। স্ক্র্যাপ করার আগে গাড়ির মালিককে জানাতে হয়, বাজারে কোনও ঋণ কাছে কি না। কিংবা কোনও মামলা মোকদ্দমা আছে কি না। এই মর্মে বন্ডও জমা করতে হয়। কোনও ট্যাক্স বকেয়া আছে কি না, সেটাও জানাতে বাধ্য থাকেন গাড়ির মালিক। বাস, যে কোনও কমার্শিয়াল ট্রাক ছাড়াও মোটর বাইক এবং প্রাইভেট কারের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, যে গাড়ি স্ক্র্যাপে চলে গিয়েছে, সেটির পারমিট রিনিউ করার জন্য আসছে। গাড়ি যে স্ক্র্যাপ হয়েছে, সেটা পরিবহণ দপ্তরকে অনেকেই জানাচ্ছেন না। ফলে গাড়ির কোনও কেস থাকলে কিংবা ঋণের টাকা বকেয়া থাকলে, তা নিয়ে অহেতুক জটিলতা হচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরকেই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি এও জানান, স্ক্র্যাপে যাওয়ার আগে পরিবহণ দপ্তরকে বিষয়টি জানাতে হয়। তার জন্য ক্লিয়ারেন্স নিতে হয়। কত দিনের মধ্যে মালিক নতুন গাড়ি নামাতে পারবেন, সেটাও জানাতে হয়। সেই মতো নতুন নম্বর ইস্যু হয়। কেউ যদি নিয়ম না-মানে, পরিবহণ দপ্তর ব্যবস্থা নিতেই পারে। কিন্তু ব্যাঙ্কের কথা ভেবে যদি এটা করা হয়, তা হলে সেটা অন্যায় হবে। তার কারণ, ব্যাঙ্ক পরিবহণ দপ্তরকে দেখে ঋণ দেয় না।

করলা সেতুর আবর্জনা সাফ মমতার সফরে, শুভেন্দুর কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের নাগরিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে ফের সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে তিনি জলপাইগুড়ি পুরসভার ১ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগকারী করলা সেতুর পাশের বেহাল পরিস্থিতির ছবি তুলে ধরেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সেখানে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপের দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়েছে স্থানীয়দের। বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে আসা খুদে খেলোয়াড়, আবাসিক ক্রীড়াবিদ, অভিভাবক, সকলের যাতায়াতের পথ এই সেতু।

শুভেন্দুর কটাক্ষ, এতদিন পুরসভার হেলদোল না-থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলপাইগুড়ি সফর ঘিরে আচমকাই আবর্জনা পরিষ্কার করে তার ওপরে নীলসাদা কাপড় চাপা দেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দুর প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে উত্তরবঙ্গ বরাবর বঞ্চিত। স্বাস্থ্য থেকে নাগরিক পরিষেবা, সব কিছুতেই বেহাল দশা। এখন মুখ্যমন্ত্রীর সফরে খানিকটা সাফসুতরা করে নীলসাদা কাপড়ে ময়লা ঢেকে দেওয়া হল বটে, কিন্তু দুর্গন্ধ চাপা দেওয়া গেল কি? নীলসাদা কাপড়ে কি আর অনুন্নয়ন ঢাকা যায়? বিরোধী শিবিরের দাবি, এই ঘটনাই প্রমাণ করে প্রশাসন কেবল মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরেই সক্রিয় হয়, সাধারণ মানুষের জন্য নয়।

বাংলার যুব সমাজের নেপাল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলাদেশের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার প্রতিবেশী দেশ নেপালে। ছাত্র-যুবদের প্রবল বিক্ষোভে জ্বলছে নেপাল। বাংলাদেশের শেখ হাসিনার মতোই দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাংলার ছাত্র-যুব সমাজ আর কবে জাগবে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচারী সরকারকে উৎখাত করতে কবে যুব সমাজ জাগ্রত হবে, সেটাই এখন দেখার। তাঁর দাবি, বিনা রক্তপাতে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন ব্যবস্থাকে শেষ করা সম্ভব নয়। দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক সরাতে গণবিদ্রোহের প্রয়োজন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় হুহু করে বেকারত্ব বাড়ছে। অথচ বাংলায় নয় বছর বাদে

এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে। সাত বছর বাদে টেট পরীক্ষা হচ্ছে। তাই বাংলার যুব সমাজকে নেপাল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। তাঁর সংযোজন, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী ছাত্র-যুব সমাজ নেপালে দেখিয়ে দিয়েছে বিদ্রোহ কিভাবে করতে হয়। এই ধরনের ছাত্র-যুবদের গণবিদ্রোহ বাংলায় দরকার আছে। বিজেপি নেতার কথায়, বাংলায় পরিবর্তন করতে হলে গুলি খেতে হবে। এখানে নিরীহ মানুষদের ওপর অত্যাচার চলছে। এখানে মহিলারা সুরক্ষিত নন। তৃণমূলের ছাত্র নেতারা কলেজের মেয়েদের ধর্ষণ করছে। আসলে বাংলায় শাসন বলে কিছুই নেই। তাঁর কটাক্ষ, বাংলা ভাষা নিয়ে মমতা ব্যানার্জি আন্দোলন করছেন। অথচ ওনার দলের ছাত্র নেতা মালদহ কলেজে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পোড়াচ্ছে।

টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে এবার রাশ টানছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: দৌরাত্ম্য রুখতে অটোর মতো এবার রুট বেঁধে দেওয়া হল টোটোরও। টোটো নিয়ন্ত্রণে এবার কড়া হতে চলেছে রাজ্য সরকার। অর্থাৎ, যাত্রী চাপিয়ে যে কোনও জায়গায় আর চলতে পারবে না তিন চাকার এই যান।

এ বিষয়ে সমস্ত জেলা প্রশাসন, পুরসভা, টোটো সংগঠন এবং পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে করেছে পরিবহণ দপ্তর। সেখানে টোটো চলাচলের গাইডলাইন পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, টোটোর সংঠিক সংখ্যা নির্ধারণও করবে পরিবহণ দপ্তর। পাশাপাশি টোটো সংগঠনগুলোর তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, এক ব্যক্তির নামে একাধিক টোটোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হোক। কোনও ‘মহাজনি প্রথা’ তাঁরা মানবেন না বলে জানিয়েছেন।

বৈঠকে স্থির হয়েছে, প্রত্যেক টোটোকেই জেলাস্তরে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হবে। দেওয়া হবে নম্বর প্লেটও। তাতে কিউআর কোড থাকবে। তা স্ক্যান করেই বোঝা যাবে এক রুটের টোটো অন্য রুটে ঢুকে যাচ্ছে কি না! আরও একটি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাজ্য। এখনও পর্যন্ত টোটোর থেকে কোনও ট্যাক্স পায় না সরকার। আগামী দিনে এই যানের জন্য বার্ষিক ট্যাক্সও নেওয়া হবে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রের অন্দরের খবর, বর্তমানে যে টোটো রাস্তায় চলে, সেগুলোর অধিকাংশই

বেআইনি। চালকদের এই টোটো বদলে ই-রিকশা নামানোর জন্য সময় দেওয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চায় না দপ্তর। এক আধিকারিকের কথায়, রাস্তায় চলা টোটোগুলো অধিকাংশই দু’-তিন বছরের বেশি চলে না, তাই সেগুলো বদলানোর সময়ই এগুলোকে ই-রিকশায় বদল করে দিতে হবে। পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে টোটো নিয়ে এর আগেই গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল রাজ্য। সেখানে বলা হয়েছিল, জাতীয়, রাজ্য সড়ক-সহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আর চলবে না অটো, টোটো। কিন্তু তাতে চিত্রটা বদলায়নি। ফলে এবিষয়ে আরও কড়া হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

রাজস্ব আদায়ে ফাঁকা জমিতে বহুতল গড়ার পরিকল্পনা দঃ দমদম পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: খরচ বাড়ছে, অথচ রাজস্ব আয় তুলনায় অনেকটাই কম। সেই ফারাক ঘোচাতে বিকল্প পথের খোঁজে নামল দক্ষিণ দমদম পুরসভা। পুরসভার আওতাধীন একাধিক ফাঁকা জমি ও পরিত্যক্ত জায়গা পড়ে রয়েছে। এবার সেগুলোকেই বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করল দক্ষিণ দমদম পুরসভা। এবারে ওই ফাঁকা জমিগুলিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন গড়ে তোলা হবে বলেই জানাচ্ছে দক্ষিণ দমদম পুরসভা কর্তৃপক্ষ। কারণ, পুরসভার হিসেব অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছরে বিল্ডিং প্ল্যান, বিজ্ঞাপন, লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি খাতে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়েনি। অথচ পুর-পরিষেবা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে খরচ বেড়েছে অনেকটাই। এই অবস্থায় পুরসভা নিজের সম্পত্তি সম্পদে রূপান্তর করে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছে।

পাশাপাশি তারা এও জানাচ্ছে, এই বহুতলগুলি ভাড়া দিলে পুর-কোষাগারে অর্থ ঢুকবে। যা ব্যবহার করা হবে পুর-পরিষেবার কাজে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি জমির হদিশ মিলেছে, যেগুলি বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। সেই

জমিগুলি রয়েছে নাগেরবাজার, পাতিপুকুর, লেকটাউন ও দমদম রোড লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায়।

সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১১টি ফাঁকা জমির খোঁজ মিলেছে। পুরসভার পরিকল্পনা, এসব জায়গায় বাণিজ্যিক বহুতল তৈরি করে তা অফিস স্পেস, দোকানঘর কিংবা গোডাউনের জন্যে ভাড়া দেওয়া হবে। এক পুরকর্তা বলেন, ‘পুরসভাকে আর পুরোনো ধাঁচে চালানো যাবে না। সময় বদলেছে। নিজস্ব আয় না-বাড়ালে উন্নয়নমূলক কাজ থমকে যাবে। সে কারণেই আমরা চাইছি, ফাঁকা পড়ে থাকা সম্পত্তিগুলি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করে পুরসভার আর্থিক ভিত মজবুত করতে।’

পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পরিকল্পনা সফল হলে শুধু আয় বাড়া নয়, এলাকায় নাগরিক পরিষেবার মানও বাড়বে। বাড়তি রাজস্ব থেকে উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। নতুন বহুতলে দোকান, অফিস, গোডাউন তৈরি হলে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বাড়বে বলে আশা পুরসভার। এদিকে দক্ষিণ দমদম পুরসভা সূত্রে খবর, বর্তমানে পুরসভার হাতে থাকা জমিগুলির আইনি দিক এবং প্রয়োজনীয় অনুমতির বিষয়ে সমীক্ষা চলছে। সব কিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী আর্থিক বছরেই প্রকল্পের প্রথম ধাপ শুরু হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গও। তবে বৃষ্টি হলেও গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মৌসুমি অক্ষরেখা ফের বাংলায় অবস্থান করছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা এই মুহূর্তে বঙ্গের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। কচ্ছ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের অতি গভীর নিম্নচাপের ওপর দিয়ে উদয়পুর, শিবপুরী, সিদ্ধি, রাঁচি এবং পশ্চিমবঙ্গের দিঘা হয়ে তা পূর্বে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। সে কারণে আপাতত কয়েক দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টিতে ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গ। এর জেরে বুধবার দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং দুই ২৪ পরগনায় ঝড় ও মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। শনিবার থেকে বৃষ্টি কমলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। আপাতত বৃষ্টি হলেও গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে।* উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। অন্যদিকে বুধবার আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতিবার একইভাবে পাঁচ জেলায় (দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার) প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্তও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। ফলে ধস ও জল জমার আশঙ্কা রয়েছে পাহাড়ি ও সমতল এলাকায়।

কলকাতায় সারাদিনই ছিল আংশিক মেঘলা আকাশ। কখনও মেঘলা আকাশ। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ছিল। বেলা বাড়লে এই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি পৌঁছায় চরমে। তবে বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা বাড়বে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার ও রবিবার উইকেন্ডে কমবে বৃষ্টি। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় মঙ্গলবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সোমবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৬ থেকে ৮৯ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে।

সম্পাদকীয়

রোজগার কমছে দেশের মহিলাদের? খোদ কেন্দ্রের তথ্যেই বিভ্রান্তি

দেশজুড়ে ক্রমশ কমছে মহিলাদের আয়। বাড়ছে মহিলাদের বেকারত্বের হার। চাকরি থেকে স্বনিযুক্তি, ছবিটা একইরকম। এমনই উদ্বেগজনক কেন্দ্রীয় সরকারের এক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু মজার কথা, এই রিপোর্ট নিয়েই তৈরি হয়েছে চরম বিভ্রান্তি। প্রশাসনের অন্দরেই এই নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে সারা দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে মহিলাদের বেকারত্বের হার। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে যা ছিল ২.৯ শতাংশ, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে সেটাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.২ শতাংশে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যানেই এই তথ্য উঠে এসেছে। কিন্তু এরপরই এই রিপোর্ট নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারেরই একাংশ তা মানতে নারাজ। উল্টে কেন্দ্রের দাবি, সারা দেশে সার্বিকভাবে মহিলাদের বেকারত্বের হার আগের তুলনায় অনেক কমেছে। আর সেই দাবি প্রমাণে তাদের হাতিয়ার ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের এ সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান। যেখানে আবার দেখা যাচ্ছে, তা ছিল ৫.৬ শতাংশে। এর পাশে বর্তমান পরিসংখ্যান দেখিয়ে তাঁদের দাবি, প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে বেকারত্বের হার। শুধু এটাই নয়, দেশে মহিলাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে চাকরি ও স্বনিযুক্তি মিলিয়ে কর্মসংস্থানের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনই অভিমত কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের। তাহলে এখন কোনটা ঠিক এই নিয়ে ছড়িয়েছে বিভ্রান্তি। সম্প্রতি মহিলাদের রোজগার নিয়ে যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তা পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে বা পিএলএফএস মেনেই তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে সারা দেশে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার ছিল ২২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪০.৩ শতাংশ। যদিও এক বছরের ব্যবধানে সারা দেশে মহিলাদের বেকারত্বের হার ফের বৃদ্ধি পাওয়ার কোনও ব্যাখ্যা শ্রমমন্ত্রকের তরফে থেকে দেওয়া হয়নি। তাই সব মিলিয়ে বিভ্রান্তি কাটছে না। তবে রিপোর্টে শহরাঞ্চলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের যে ছবি উঠে এসেছে তা খুবই উদ্বেগজনক। বরং গ্রামাঞ্চলের ছবিটা তাও কিছুটা ভরসা দেওয়ার মত।

শব্দবাণ-৩৮৪

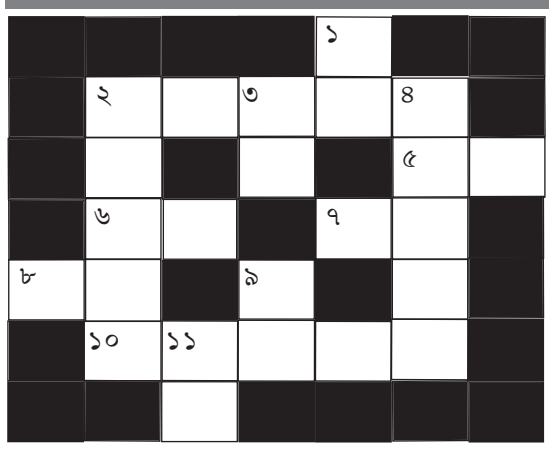

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. দেবতাকে নিবেদিত অন্নাদি ৫. স্বাদ ৬.কহাতে বাজে না ৭. প্রেত, অপদেবতা ৮. পরিবার ১০. প্রজাস্বার্থবিরোধি অন্যায় আইন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চমৎকার ২. সিনেমা ইত্যাদির অতি বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী ৩. নিয়ম, পদ্ধতি ৪. দ্বারপাল ৯. দুনিয়ায় এটাই কী সব! ১১. সর্বাধিনায়ক।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮৩

পাশাপাশি: ১. কষাটে ৩. জরুর ৫. নকল ৬. তামাক ৭. খোলসা ৯. আবেগ ১১. লণ্ডড় ১২. পরেশ।

উপর-নীচ: ১. কষন ২. টেবিল ৩. জড়তা ৪. রজক ৭. খোশাল ৮. সাবাড় ৯. আতপ ১০. গণেশ।

জন্মদিন

আজকের দিন

মনীশ পান্ডে

১৮৮৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোবিন্দবল্লভ পন্থের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনীশ পান্ডের জন্মদিন।*

‘বাংলা অস্মিতা’র দোহাই দেওয়া নিছক ভনিতা নয় কি নির্বাচনী বৈতরণি পার হতে?

শান্তনু রায়

ভিন রাজ্যে সাম্প্রতিক বাংলা ও বাঙালির ‘অপমান’ নিয়ে এ রাজ্যে সোরগোল উঠেছে, দলীয় রাজনৈতিক ‘উৎকণ্ঠা’র সাথে শাসক অনুগত বাছাই প্রতিবাদে অভ্যস্ত কতিপয় ‘পণ্ডিত’জনদেরও ঘটনায় অতীব উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন আশু আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনায় দলীয় আশঙ্কার প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে ‘উদ্বেগ’ কে সামনে রেখে জোরদার প্রচারে চলছে এমনকী ম্যারাপ বেঁধে প্রতিবাদ বিক্ষোভের মাধ্যমেও। আবার অনুমতি প্রদত্ত নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেনাবাহিনীর জায়গার উপর নির্মিত সে ম্যারাপ সেনাবাহিনী খুলে দিলে ‘অনুপ্রেরণার’ জাদুমন্ত্রে একদা অধ্যাপক ও এখনকার বিশিষ্ট নাট্যকার ও মন্ত্রীর দলীয় আনুগত্যে অদ্ভুতভাবে মনে পড়ে যায় ১৯৭১ এ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কথা।কিন্তু লজ্জা কি আসে নিজ দলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা চাঁচল কলেজে রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর দৃশ্য দেখে? হায় রে রাজনীতির মহিমা! সব কিছু দেখে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে সামনের রাজ্যবিধানসভার নির্বাচনে এরপরেও ‘বাঙালি অস্মিতা’একটা জবরদস্ত ইস্যু হতে যাচ্ছে অভয়া কাণ্ড , দক্ষিণ কোলকাতা আইন কলেজের অভ্যন্তরে ছাত্রীর গণধর্ষণ থেকে শিক্ষক নিয়োগে প্রশাসনিক উদ্যোগে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে বিপুল সংখ্যক তরুণ তরুনীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হওয়ার মত গুরুতর ঘটনাবলীতে আলোড়িত বেদনাহত এ বঙ্গভূমে। মাসকয় পরের সেই নির্বাচনী লড়াইয়ের দিকে লক্ষ্যরেখেই দিকে দিকে নারী নির্যাতন ও বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মতো অপকর্মের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রেমের বন্যায় কেন্দ্র-বিরোধী জিগির তুলে ইদানীং একধরনের ভাবাবেগ ও ক্রেজ তৈরির চেষ্টা চলছে রাজনৈতিক স্বার্থে তা সহজেই বোধগম্য। এই নতুন ইস্যুর জন্য জমি তৈরির মাঝেই আবার পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মত পাওয়া গেছে সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেফতারের একাধিক ঘটনার আবহে উত্তরপ্রদেশে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার ‘বাংলাদেশিভাষা’য় লিখিত কিছু নথিপত্রের মর্ম উদ্ধারের জন্য সে রাজ্যের পুলিশের জনৈক আধিকারিকের অনুরোধ এবং সেই সূত্রধরে বিজেপি আই টি সেলের ভারপ্রাপ্তের করা কিছু মন্তব্য। রে রে করে রব তোলা হয়েছে ‘বাংলাদেশিভাষা’ বলে কিছু হয় না ,সব বাংলাভাষা।কিন্তু এ তো ভাবের ঘরে চুরি করা।এব্যাপারে কিছু জনেরা আবেগে বা অন্য কোন কারণে গোল গোল যাই বলুন না কেন রূঢ় বাস্তবতা এড়াতে, একথা আজ স্বীকার করার সময় এসেছে যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাংলাভাষার মধ্যে বাস্তবিকই কিছু পার্থক্য আছে যা শুধু মুখের ভাষায় নয়।এ পার্থক্য ঘটে গেছে পূর্বপাকিস্থান থেকে বাংলাদেশে বাহ্যিক রূপান্তর হলেও অন্তরে দীর্ঘদিন ধরে লালিত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কল্পিত ধর্মীয় রাষ্ট্রচেতনার আধিপত্যবোধে এবং সেদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির গোপন ও কৌশলী মদতে ‘কোলকাতাইয়া’ বাংলা (পড়ুন ভারতীয় বাংলা) থেকে সচেতনভাবে দূরত্ব বজায় রাখার ক্রমবর্ধমান মানসিকতায়-যা জোরদার হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক আবেগ অন্তর্হিত হবার পর চাগিয়ে ওঠা নতুন ‘স্বাভিমানে’র অজুহাতে। এর ফলস্বরুপ পাঠ্যপুস্তকে ‘ভোর’ কেটে ‘ফজর’, ‘আকাশী’ বদলে ‘আসমানি’ রামধনু বদলে ‘রংধনু’ করা ছাড়াও বাংলা প্রতিশব্দ থাকলেও উর্দু শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের প্রবণতা প্রকট হতে লাগল। উর্দুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একদা রক্তস্নাত সেভুমে এভাবেই বাংলা ভাষার ক্রমউর্দুয়ায়নে গড়ে ওঠা ‘বাংলাদেশিভাষা’ অবশ্যই আছে।সম্প্রতি তো আবার সেদেশের স্কুলে আরবি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। সাহিত্যিকা তিলোত্তমা মজুমদারের কথায়- শব্দবৈভিন্ন,পারস্পরিক সম্বোধন, উচ্চারণ, কথার সুর, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সকল নিরিখেই আজ পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের বাংলাভাষা আলাদা করে বোঝা যায়।

এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হবে ইউটিউবের দৌলতে পড়শিদেশের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন আলোচনার দিকে একটু খেয়াল রাখলে।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশি বাংলাভাষার হয়ত এক উদাহরণ হতে পারে বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ গ্রন্থের(১৯৭৩) নিম্নে উল্লেখিত অংশটি। তাঁর শৈশবের যে পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে সেদিকেও নজর দেওয়া যেতে পারে-‘তখনও বাংলা পুঁথিতে নজর চলে নাই।’ মহাভা-মহাভা-রতে-রক’র মত বানান করিয়া পড়িতে পারি মাত্র। কারণ তখন আমি আরবী ,ফারসী পড়ার মাদ্রাসা নামক মকতবের তালবিলিম ।চাচাজী এবং আমার দুই মামুও পুঁথিপড়ায় খুব মশহুর ছিলেন। আলেফ-লায়লা, কাছাফুল আম্বিয়া, শহিদে কারবালা, মসলা মসায়েলের ফেকায়ে মোহাম্মদী, নিয়ামতে দুনিয়া ও আখ্রোত ইত্যাদি পুঁথি কেতাবের মধ্যে দু-চারখানা ছোট ছোট জেহাদী রেসালাও ছিল আমাদের বাড়িতে।পশ্চিম হইতে জেহাদী মৌলবীরা বছরে দুই তিনবার আসতেন আমাদের এলাকায়। থাকিতেন প্রধানত আমাদের বাড়িতে।... অতএব মন দিয়া জেহাদী কেতাব পড়িতে লাগিলাম। কেতাবের সব কথা বুঝিতাম না তাই উস্তাদ চাচাজীকে জিগ্গাস করিতামঃ চাচাজী লাহোর কই?শিখ কি? চাচাজী বুঝাইতেন-লাহোর হিন্দুস্তানেরও অনেক পশ্চিমে একটা মুল্লুক।আর শিখ?শিখেরা আল্লার দুশমন।হিন্দুদের মত দুশমন?না হিন্দু, সে বদতর। চাচাজীর কাছে আগে শুনিয়াছিলাম, ফিরিংগীরা আমাদের বড় দুশমন কাজেই জিগাইতামঃ ফিরিংগীর চেয়েও? চাচাজী জবাব দিতেন-ফিরিংগীরা তবু খোদা মানে, ঈসা পয়গাম্বরের উম্মত তারা। শিখেরা তাও না। ধরিয়া নিলাম, শিখেরা নিশ্চয় হিন্দ’। (বানান অপরিবর্তিত)

অথচ প্রায় দেড়শ বছর আগে রচিত মীর মশারফ হোসেনের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বিষাদসিন্ধু’র ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ

‘এজিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিতে অগ্রসর হইয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না; যদিও বহুকষ্টে ‘জয়’ শব্দটি উচ্চারণ করিলেন কিন্তু সে শব্দ মাবিয়ার কর্নগোচর হইল ন। কথা যেন নয়নজলেই ভাসিয়া গেল ‘জয়’ শব্দটি কেবল জল মাত্রেই সার হইল গণ্ডস্থল হইতে বক্ষস্থল পর্যন্ত বিষাদবারিতে সিক্ত হইতে লাগিল...। জলে অগ্নি নির্বান হয়, কিন্তু প্রেমাগ্নি অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া প্রথমে নয়নদুটির আশ্রয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে পরিনামে জলে পরিণত হইয়া স্রোত বহিতে থাকে। সে জলে হয়তো বাহ্যবহ্নি সহজেই নির্বাপিত হইতে পারে কিন্তু মনের আগুন দ্বিগুন চতুর্গুন শতগুন জ্বলিয়া ওঠে’। (নিম্নরেখ নিবন্ধকারের) প্রায় একশতকের ব্যবধানে একই ধর্মাবলম্বী ও ভাষাভাষী দু’জন সাহিত্য নির্মাতার রচনায় শব্দ প্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস এর বিশেষ পার্থক্য থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা বিশেষ ইঙ্গিতবাহী।

ফেরা যাক এ রাজ্যের কথায়। বছর দুই আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মঞ্চ থেকে চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন ইদানীং বাংলা সাহিত্য ও কথনে ক’য়েকটি অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন করলে ব্যাপারটি ধামাচাপা দিতে মঞ্চ থেকেই তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতায় বলা হয়েছিল ওপার বাংলা থেকে যারা এসেছেন তারা ওই ভাবেই কথা বলেন। ঐ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল।এই নিবন্ধকারের পূর্বপুরুষদের আদি বাড়ি ছিল ওই বাংলায় । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় তাঁরা কখনো বাড়িতেও ঐ ধরণের শব্দ উচ্চারণ করতেন না যা বাংলাদেশে ইদানীং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনায় এমনকি ছাপার অক্ষরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যাহোক ক্ষমতা-বৃত্তের ঘনিষ্ঠ ঐ চিত্রশিল্পীর ঐ মন্তব্য এবং এ বিষয়ে তার অনড় অবস্থান অনেককে বিশেষত একশ্রেণীর হুজুগে বাংলা প্রেমীদের হয়ত অজান্তে বিড়ম্বনায় ফেলেছিল। তবে তখনকার মতো সাময়িক ধামাচাপা পড়লেও উত্থাপিত বিষয়ের গুরুত্ব বিতর্কের প্রেক্ষিতে সবার নজরে এলেও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনীহাই প্রকাশ পেয়েছে বালিতে মুখ গুঁজে থাকার মানসিকতায়। তবে ঘটনা হলো পরের বছরের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান-মঞ্চে অনুপস্থিতি হেতু ওই চিত্রশিল্পীর বক্তব্য রাখার সুযোগও ঘটেনি। অন্যদিকে পড়শি দেশের অনুকরনে ও একটা মহলের পরিকল্পিত গোপন প্রবর্ধনে দিন দিন এবঙ্গেও বাংলা ভাষায় সুচতুরভাবে উর্দু শব্দ যথেচ্ছভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে। যদিও বঙ্গদেশের মুসলমানেরা মোগল-পাঠান বংশোদ্ভুত নয়,তারা হিন্দু বাঙ্গালী থেকে ধর্মান্তরিত-এও ঐতিহাসিক সত্য। এবং তাঁরা বাঙ্গালী বলে দাবিও করেন। স্বাভাবিকভাবে এ বঙ্গে সকল ধর্মীয় জমায়েত বা অনুষ্ঠানেও বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকাটাও তো স্বভাবিক প্রত্যাশা।

কিন্তু ভাষাদিবসে সেই বিতর্কের বছরেই সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ হয়েছিল যেখানে শোনা যাচ্ছিল কোলকাতার মহানাগরিক উর্দুকে রাজ্যে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছেন, ইনশাআল্লা, এমন একদিন আসবে যখন বাংলায় অর্ধেক জনসঙ্খ্যা উর্দুতে কথা বলবে। শিক্ষায় উন্নতির জন্য তিনি উর্দু শেখার নিদানও দিয়েছিলেন। এরাজ্যের জনসংখ্যার ৩০ মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে বঙ্গভাষী অধিকাংশদের হয়ত উদ্দেশ্যে এ এক কৌশলী বার্তা।

আবার গত ডিসেম্বরে তাঁকেই বলতে শোনা গিয়েছিল— উপরওয়ালার আশীর্বাদে একদিন আমরাও সংখ্যাগুরু হব। এনিয়ে বিতর্ক শুরু হলে একটা সাফাই দেওয়া হয়েছিল উর্দু ভাষায় বলতে গিয়ে নাকি তিনি গুলিয়ে ফেলেছিলেন। ব্যাপারটি কি সত্যিই তাই? প্রথমত বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে সেই ভাষণ শুনে মনে হয়েছে তাঁর বক্তৃতায় মুসলমানদের একদিন এদেশে সংখ্যাগুরু হওয়ার আশাবাদই ব্যক্ত করেছেন।করতেই পারেন । কিন্তু এখানেও কি একটি প্রশ্ন জাগে না কোলকাতায় দাঁড়িয়ে বাংলাভাষাপ্রেমী রাজ্যসরকারের মন্ত্রীসভার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও কোলকাতার মেয়রকে সমধর্মাবলম্বীদের সামনে উর্দুতে ভাষণ দিতে হয় কেন?

আসলে এ বঙ্গের বাঙ্গালিরা নিজ রাজ্যের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় তেমন আগ্রহী নয়। কত কত বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে/যাচ্ছে কে তার খোঁজ রাখে!

একটি সূত্র থেকে জানা গেলো- ২০২৫ এ দিল্লির বইমেলায় কিছু বাংলা ভাষার বই প্রকাশনা সংস্থা যোগ দিলেও ছিল না রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোন স্টল পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমীর স্টল ব্যতীত। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে যে ২০১৮ সালে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটের বাংলা মাধ্যম স্কুলে উর্দুর শিক্ষক পাঠানো হলে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামা ছাত্রদের উপর সেদিন আজকের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী রাজ্য সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। ফলে তাপস বর্মণ ও প্রদীপ বর্মণ নামে দুটি ছাত্রের প্রাণহানি ঘটে।

অতি সম্প্রতি কোলকাতার মহানাগরিক ঘোষণা করেছেন — আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামফলক বাংলায় লেখার আদেশ কার্যকরী করতে হবে। আপাতভাবে এ সাধু প্রস্তাব কিন্তু বাস্তব অবস্থার নিরিখে বলা যায় এমন নির্দেশ কতখানি রূপায়ন হবে তা অনিশ্চিত। যদি এ আদেশ কার্যকরী হয়ও তবুও প্রশ্ন থেকে যায় এতে বাঙালি আবেগকে একটু উসকে দেওয়া ভিন্ন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা কিভাবে বৃদ্ধি ও প্রসারিত হবে? তবে এতে কাজের কাজ কিছু না হলেও বাংলা ভাষার জন্য যে কি ‘দরদ’ সেটা তো প্রচারে এল। সেকারণেই ঢাকঢোল পিটিয়ে এমন একটি পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়েছে। অনেকেরই স্মরণে আছে এক দশকের বেশী আগে অধুনা প্রয়াত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এরকম একটি প্রয়াস হয়েছিল যদিও তা সফল হয়নি প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও সমাজ পরিসরে উদ্যমের অভাবে।

ক্ষমতা দখলের প্রায় দেড় দশক পরে হঠাৎ বাংলাভাষা প্রেমের লোকদেখানো এ অতি সক্রিয়তা যে সেই বিশেষ নির্বাচনী পরিকল্পনারই অঙ্গ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সেই লক্ষ্যেই প্রতিটি সিনেমা হল ও মাল্টিপ্লেক্সে প্রাইমটাইমে অন্তত একটি শো’য়ে বাংলা সিনেমা প্রদর্শন ‘বাধ্যতামূলক’ করার আদেশ হয়েছে অতিসম্প্রতি, যদিও অনেক হল ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বাকী কিছু ধুঁকছে। এখন কতজন হলে গিয়ে সিনেমা দেখেন সেও একটি প্রশ্ন।

অতএব কৌতুহল জাগে ইদানীংকার এই আগ্রাসী প্রচারমূলক এবং লোক দেখানো কিছু প্রয়াস কি সত্যই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও বিস্তারের জন্য নাকি বাংলা অস্মিতাকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক লড়াইএ জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে?

প্রশ্ন হলো যদি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সদিচ্ছাই জেগে থাকে তবে রাজ্যের মাননীয়া প্রশাসনিক প্রধানকেও ইদ উপলক্ষে রেড রোডের নামাজে হিজাব পরিহিতা হয়ে প্রদত্ত ভাষণে বাংলা ভাষাকে সচেতনভাবে কেন পরিত্যাগ করতে হয়, উপস্থিত বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের মন রাখতে? মাঠে ময়দানে কেন্দ্রের সরকার বা দলের বিরুদ্ধে কামান দাগতেও কেনই বা প্রায়শ হিন্দীর আশ্রয় নিতে হয়? তখন কি মনে হয়-জেহাদ প্রকাশে বাংলা ‘কিছু কম পড়িয়াছে’? কিন্তু এতে কিভাবে বাংলা ও বাঙ্গালী অস্মিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয় তা বোঝা গেল না।

অন্যদিকে একটা জোরালো প্রচার চলছে যে বাংলায় কথা বলার জন্যই নাকি বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এ রাজ্য থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলছে এবং তাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র থাকলেও তাদের কে বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। মাসে পাঁচ হাজার টাকা ডোল এর প্রলোভন দেখিয়ে তাদের রাজ্যে ফিরে আসার অফারও দেয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য সবই ভোট রাজনীতির স্বার্থে। নাহলে এটা সবারই জানা যে রাজ্যে কর্মসংস্থানের দৈন্যদশার জন্যই এই পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে সপরিবারেও পাড়ি জমান একটু ভালো থাকার জন্য।

তারা সেখানে উচ্চহারে দৈনিক মজুরী আয় করার সুযোগ ছেড়ে কেন এরাজ্যে ফিরে আসবেন? হতে পারে রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে এদেশে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের পর জাল নথিপত্র তৈরি করে এ রাজ্যে তো বটেই অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ার ফলে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব পড়েছে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের রুটি রোজগারেও। পড়শি দেশ থেকে আসা এই অনুপ্রবেশকারীদের মুখের ভাষাও যেহেতু একধরনের ‘বাংলা’ তাই ভিন রাজ্যের পুলিশের পক্ষেও অসুবিধা হচ্ছে ,হয়ত কোন ক্ষেত্রে ভুলও হয়ে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারীর সঠিক শনাক্তকরণে। তবে এই শনাক্তকরণে প্রাথমিক সূত্র হল মুখের ভাষা ও উচ্চারণ। মনে রাখতে হবে ভিন রাজ্যে হোক বা এ রাজ্যে হোক অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত প্রায় সকলের মুখের ভাষা এক ধরনের ‘বাংলা’ যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার গ্রামীন অধিবাসীদের কথ্যভাষারও কিঞ্চিৎ মিল অস্বীকার করা যায় না। সেকারণে অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করে কিংবা বৈধ ভাবে প্রবেশ করেও ভিসার মেয়াদ শেষে জনারণ্যে গা ঢাকা দেওয়ার সুবর্ণসুযোগ থেকে যাচ্ছে প্রশাসনিক শৈথিল্যে এবং রাজনৈতিক বদান্যতায়। এখন ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়াদের পরিচয় নিয়ে সেখানে স্থানীয়ভাবে একটু কড়াকড়ি হতেই এক পরিকল্পিত অতিরঞ্জিত আখ্যান নির্মাণের চেষ্টা হচ্ছে এই মর্মে যে বাংলাভাষায় কথা বললেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সবাইকেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেসকারী আখ্যা দিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে যা বাংলার অপমান । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ভিকটিম কার্ড ব্যবহার মিথ্যা প্রচার ব্যতীত কিছু নয়।মনে রাখতে হবে অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণে অসহযোগিতার দ্বারা ঘুরিয়ে অনুপ্রবেশকেই প্রশ্রয়দান করা হয় যা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক এবং কোন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সলের সে ভুমিকা একান্তই অনভিপ্রেত। ‘বাংলা’ বললেই অনুপ্রবেশকারী প্রমাণিত হয় না এ যেমন একটা যুক্তি তেমনই সত্য যে ধরা অনুপ্রবেশকারীরা সবাই ‘বাংলাভাষী’।

কিন্তু এও প্রশ্ন যে সম্প্রতি ভিন রাজ্যগুলিতে (অবিজেপি শাসিত রাজ্যেও) যে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা ধরা পড়ছে তাদের কথ্য ‘বাংলা’ আর আমাদের বাংলা কি এক? এককথায় উত্তর না। এবং তারা বাংলা বলার অপরাধেও ধরা পড়ছে না। তাদের মুখের ভাষা প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরনে সহায়ক হচ্ছে। তারপর তাদেরকে পরবর্তী জেরা ও জিজ্ঞাসাবাদে প্রকাশ পাচ্ছে তাদের সঙ্গে থাকা নথিপত্র এবং অনেক ক্ষেত্রেই জাল ভারতীয় নথিপত্র। এই সত্যটিকেই গোপন করতেই এক ধরনের গুজব ও জিগির তোলা হচ্ছে বাংলা ভাষা ও বাঙালি আক্রান্ত । আসলে বাংলা ভাষা যে আক্রান্ত হিন্দি হেজিমনির সাথে চতুরভাবে উর্দুয়ানের অপচেষ্টার দ্বরা সেদিকে কারো নজর নেই অথবা পরিকল্পিতভাবে চোখ বন্ধ করে রাখা। আবার তাত্ত্বিক অজুহাত দেখানো হচ্ছে যে নদীর প্রবাহের মতো বাংলার মধ্যে উর্দু শব্দের ব্যবহার ও অকারণ প্রয়োগ ও প্রবিষ্টকরনে নাকি বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটবে। অথচ ইতিমধ্যেই এভাবে বাংলাভাষার অনেক বিকৃতি ও অশুদ্ধতা অহরহ ঘটছে।

পরিশেষে, সামনের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ‘বাংলা- অস্মিতা’র এই মেকি বড়াই এর হাতিয়ার শাসক দলকে ঈপ্সিত ফল দেয় কিনা তা দেখতে আপাতত অপেক্ষা করতে হবে যদিও এভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিপন্নতা রোখা কি সম্ভব হবে?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদার স্কুলে ডিজিটাল পরিচয়পত্রের সূচনা

মোবাইলে মেসেজ বলে দেবে স্কুল পৌঁছেছে আপনার সন্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় এই প্রথম চালু হলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিজিটাল পরিচয়পত্র। মঙ্গলবার সকালে ইংরেজবাজার শহরের গঙ্গাবাগ এলাকার ললিত মোহন শ্যামমোহনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ডিজিটাল বায়োমেট্রিক সচিত্র পরিচয়পত্রের ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন করেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল, সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্রদের অভিভাবকেরাও। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ডিজিটাল অ্যাপের মাধ্যমে পড়ুয়ারা স্কুল পৌঁছালে জানতে পারবেন অভিবাবকেরা। মোবাইলে মেসেজ বলে দেবে স্কুল পৌঁছেছে আপনার শিশু। এমনকি পঠন-পাঠন থেকে স্কুল সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য মিলবে খুব সহজেই। পঠন-পাঠন পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতি চালু পড়ার কথা জানিয়েছে, ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই ডিজিটাল পরিচয়পত্রের সূচনা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ললিত মোহন শ্যামমোহিনী প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ৬৫০। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন হয় এই প্রাথমিক স্কুলে। উত্তরবঙ্গের প্রথম এই স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের উদ্যোগে এমন পরিকল্পনা নিয়েছে। বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর নজরদারি চালানো হবে। ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভাস্কর রায় জানিয়েছেন, 'পড়ুয়াদের বিশেষ ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্কুলে পৌঁছালে ডিজিটাল পরিচয়পত্রের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে মেসেজ পৌঁছে যাবে তার শিশু স্কুলে এসেছে। এমনকি স্কুল থেকে ছুটির পর স্কুলের বাইরে গেলেই অভিভাবকের কাছে মেসেজ যাবে। এছাড়াও পড়াশোনার বিভিন্ন বিষয় নানান তথ্য পেয়ে যাবেন অভিভাবকেরা। এতে করে পঠন পাঠানে অনেকটাই স্বচ্ছতা আসবে।' এপ্রসঙ্গে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মণ ঘোষ জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জেলা পরিষদের ফিফটিন ফিন্যান্স থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল বায়োমেট্রিক সচিত্র পরিচয় চালু করা হয়েছে। এরফলে ছাত্রছাত্রীরা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছালো কিনা, ছুটির পর সঠিক সময়ে বিদ্যালয় থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল কিনা সেই ব্যাপারে অভিভাবক-অভিভাবিকারা নিশ্চিত হতে পারবেন।'

১৬তম শারদীয় তাঁত বস্ত্র মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন এসআরডি-এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। বীরভূম জেলা হস্ত তাঁত উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই মেলা চলবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সিউড়ি পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে অফিস সংলগ্ন ময়দানে এই মেলায় মোট ২৯টি স্টল বসেছে বলে জানান জেলা আধিকারিক বিকাশ চন্দ্র জানা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বজিৎ মোদক, বস্ত্রশিল্প অধিকার বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা সন্দীপ নাগ প্রমুখ।

ব্যাংকের সচেতনতা উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: ব্যাংক গ্রাহকদের সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হলো ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। বীরভূমের মোহাম্মদ বাজার তুর্কু হাসদা কমিউনিটি হলে আয়োজিত হলো রি-কেওয়াইসি বং জন সুরক্ষা ক্যাম্প। ইউকো ব্যাংকের পরিচালনায় এই বিশেষ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ডিরেক্টর সুধাংশু প্রসাদ-সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আধিকারিকেরা। আরবিআই-এর রিজিওনাল ডিরেক্টর সুধাংশু প্রসাদ বলেন, 'সমস্ত গ্রাহকের কেওয়াইসি থাকাটা বাধ্যতামূলক এবং তাতে গ্রাহকরা অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না। জন সুরক্ষার বিভিন্ন স্কিমে গ্রাহকেরা সরকারি বিভিন্ন সুবিধা নিতে পারেন।' পাশাপাশি তিনি গ্রাহকদের প্রতারণামূলক কল এবং মেসেজের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওটিপি বা কোনরকম পার্সোনাল তথ্য না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে সচেতনও করেন। তিনি আরও বলেন, 'গ্রাহকদের ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবে এবং পরিষেবায় ব্যাংকের কোনও গাফিলতি থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে অভিযোগ জানানোর পরও যদি সমস্যার সমাধান না-হয় তাহলে ১৪৪৪৮ টোল ফ্রি নম্বরে গ্রাহকেরা আরবিআই- অভিযোগ জানালে খতিয়ে দেখে আরবিআই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' এরপর বিকেল তিনটে নাগাদ সিউড়ি রবীন্দ্র সদনেও রি-কেওয়াইসি এবং জন সুরক্ষা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব বর্ধমানে ভুয়ো ইডি'র রমরমা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাস দু'য়েক আগে পূর্ব বর্ধমানের রায়নার খেমতা গ্রামের বাসিন্দা ভুয়ো ইডি অফিসার জিন্নার আলিকে গ্রেপ্তার করেন কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি আধিকারিকরা। তারপরেও ভুয়ো ইডি অফিসারের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে জেলায়। এবার জামালপুরে ভুয়ো ইডি অফিসারের খপ্পরে পড়লেন এক ব্যবসায়ী। জামালপুর থানার কাছে একটি মুদিখানা দোকানের মালিকের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে ওই ভুয়ো ইডি অফিসারের বিরুদ্ধে। প্রতারিত ব্যবসায়ী মিহির কোলে জামালপুর থানায় এফআইআর রুজু করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামালপুর থানা মোড়ে বাড়ি ব্যবসায়ী মিহির কোলের বাড়ির সামনেই রয়েছে তাঁর মুদিখানা দোকান। পুলিশকে মিহির কোলে জানিয়েছেন, 'গত ২৩ অগস্ট বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ হাজির হয় অচেনা এক ব্যক্তি। তিনি নিজেকে ইডি অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে দোকান মালিক মিহির কোলেকে বলেন, 'আমি দিল্লি থেকে আসছি। আপনার দোকানে 'রেড' হবে। তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করুণ। দোকান বন্ধ করিয়েই ইডি অফিসার পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তিত ব্যবসায়ী মিহির কোলেকে বলেন, 'আপনাকে তিন বছরের ট্যাক্স দিতে হবে। এই বলে ট্যাক্স বাবদ ১৫ হাজার ৩৫৫ টাকা মিহির কোলের কাছ থেকে নিয়ে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। পরে মিহিরবাবু ওই কাগজটি যাচাই করে দেখেন বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এসডিপিও বর্ধমান (দক্ষিণ) অভিষেক মণ্ডল জানিয়েছেন, 'ওই দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পরা ঘটনার সময়কার ছবি সংগ্রহ করে অভিযুক্তকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে জামালপুর থানা নির্দিষ্ট কেস রুজু করেছে। এখন অভিযুক্ত বাঁকুড়ার জয়পুর থানার কাস্টডিতে রয়েছে। অভিযুক্তকে জেল ইন্টারোগেশনের জন্য আমাদের প্রেয়ার দেওয়া আছে। জেল ইন্টারোগেশন ও প্রোকাডশন ওয়ারেন্টের পর অভিযুক্ত আমাদের কাস্টডিতে আসবে।'

আমতা হাসপাতালে চুরি যাওয়া শিশু উদ্ধার, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: দিনভোর টান টান উত্তেজনার পর অবশেষে আট ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার হল আমতা হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া শিশু। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে হাওড়ার আমতা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে হাওড়ার আমতা থানা এলাকার চন্দ্রপুর ধাড়াপাড়ার গৃহবধূ মন্দিরা বাগ দিন কয়েক আগে আমতার একটি নার্সিংহোমে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে, তাঁকে শনিবার আমতা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুটি এসএনসিইউ-তে ভর্তি ছিল। তার ঠাকুরমা শৌচালয় থেকে ফেরার পথে দেখেন তাঁর এগারো দিনের নাতি বেডে নেই। এরপর কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় এক মহিলা ওই বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে গেছে। বিষয়টি তিনি জেনারেল বেডে থাকা মেয়ে মন্দিরাকে জানান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বাড়িতে খবরটা জানানোর পর শুরু হয় তোলপাড়। হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় মন্দিরার বাপের বাড়ির লোকজন। এদিকে এই নিয়ে হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। এদিন হাসপাতালে ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। এক নার্সকে বেধড়ক মারধোর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। পরে পুলিশ দিনভোর তল্লাশি চালিয়ে আমতা এলাকার মিল্কিচকের মামনি বাগ নামের এক মহিলার বাড়ি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় তিন জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মনসামঙ্গল খ্যাত চাঁদ সওদাগরের উত্তরপুরুষ

কোতুলপুরের প্রাচীন ভদ্র বাড়ির দুর্গাপুজো

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার প্রাচীন দুর্গা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম কোতুলপুরের ভদ্র বাড়ির দুর্গা পুজো। কালের নিয়মে জৌলুস হারিয়েছে ঠিকই কিন্তু পুজোকে ঘিরে এলাকার মানুষকে আজও তাড়া করে বেড়ায় অদ্ভুত এক নস্টালজিয়া।

কোতুলপুরের ভদ্র পরিবারের এক কালের মূল ব্যবসা ছিল লবনের আমদানি-রপ্তানি। লোকমুখে শোনা, এই ভদ্ররা মনসামঙ্গল খ্যাত চাঁদ সওদাগরের প্রকৃত উত্তরপুরুষ। মনসা মঙ্গলের বিভিন্ন উপাখ্যানে বর্ণিত ব্যবসার মত সুদূর অতীতে এই ভদ্র পরিবারের লোকজনেরাও সাত সাগর আর তেরো নদীতে ডিঙা ভাসিয়ে ব্যবসা করতে যেত দূর দূরান্তের দেশে। লবন ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে ওঠা ভদ্র পরিবার আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজ উদয় চাঁদ মাহতাবের কাছ থেকে কোতুলপুর লাগোয়া উর্বর ১৭টি তালুকের জমিদারী সত্ত্ব কিনে নেয়। একদিকে, রমরমিয়ে চলা লবন ব্যবসা অন্যদিকে, জমিদারীর বিপুল আয়ে কোতুলপুরে তৈরি হয় জমিদারের বিরাট এস্টেট। জমিদারী পত্তনের পাশাপাশি শুরু হয় দেবী দুর্গার আরাধনা। সাতমহলা জমিদারবাড়ির উঠোনে তৈরি হয় দুর্গা মণ্ডপ। পরবর্তীকালে ভদ্র পরিবার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভাগ হয়ে যায় পুজোও। দুই ভদ্র পরিবারে সমান তালে শুরু হয় দুর্গার আরাধনা। একসময় ভদ্র পরিবারের পুজোর জাঁক জমক এতটাই ছিল যে অচিরেই ভদ্র বাড়ির পুজোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে। পুজোর সময় পুতুল খেলা, রামলীলা পাঠ, যাত্রাপালা সব মিলিয়ে জমিদার বাড়ি গমগম করত। ১৮৮০ সালের ১০ অক্টোবর সপ্তমীর সকালে কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পুজো দেখতে ঢুকে পড়েছিলেন কোতুলপুরের এই ভদ্র বাড়িতে। জমিদারী প্রথা বিলোপের সাথে সাথে ভদ্র বাড়ির কোষাগারে টান পড়তে শুরু করে। সময়ের নিয়মে এবং সংস্কারের অভাবে পলেস্তরা খসে গিয়ে এখন বেরিয়ে পড়েছে সাত মহলা বাড়ির ইটের পাঁজর। বহু মন্দির এখন ধ্বংস প্রায়। তবু অতীতের ঐশ্বর্যের স্মৃতি হিসাবে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার বাড়ির একাংশ, শ্রীধর জিউ মন্দির, গিরি গোবর্ধন মন্দির, রাসমঞ্চ আর দুর্গা মণ্ডপ। আজও দুর্গা মণ্ডপে পুজো এলেই নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে হাজারো মানুষ ভিড় করেন পুজো দেখতে। ইতিমধ্যেই ভদ্র পরিবারের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি মন্দিরকে নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ক্যারাটেতে ডাক পেলেন সীমান্তের ববিতা খাতুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্ত গ্রামের অভাবী পরিবারের কলেজ ছাত্রী ববিতা খাতুন এখন শুধু গ্রামের গর্ব নয়। ববিতা ২০২৬-এ এশিয়ান গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে জাপানে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা নির্ণয়ের ডাক পাওয়ার পর গোটা বসিরহাট গর্বে বুক বেঁধেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকের শায়েস্তানগর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কুশুডাঙা গ্রামের চাষি পরিবারের মেয়ে বছর কুড়ির ববিতা খাতুন। হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। বাবা আবেদ আলি সরদার পেশায় কৃষক, মা আনোয়ারা বিবি টানাপোড়েনের সংসার চালান। বাবা-মা স্বপ্ন দেখছেন ববিতা বড় হয়ে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। বাবা ছোটবেলায় ফুটবল খেলতেন। অর্থের অভাবে বেশিদূর যেতে পারেনি। তাই নুন আনতে পান্তা ফোড়ানো সংসারে মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। আট বছর থেকে ববিতার খেলার প্রতি আগ্রহী হয়। প্রথম জীবনে অ্যাথলেটিক ছিল তার পছন্দের। সাব ডিভিশন জেলা হয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছে। সময় যত গড়িয়েছে ততই ক্যারাটের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। ইতিমধ্যে ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছে, রাজ্য ছাড়িয়ে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সে নজর করেছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। এবার ২০২৬-এর জাপানের আইচি প্রিফেকচার অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান গেমস। তার জন্য ২০২৫-এর পাঞ্জাবের হরিয়ানা ২৭ ও ২৮ শে আগস্ট ববিতা ৫০ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছে। ফলে এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা নির্ণয় ডাক পেয়েছে ববিতা। এই খবর আসতেই গর্বিত হয়েছে ববিতার গ্রাম কুশুডাঙ্গা'র মানুষ। তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। ববিতা দেশের হয়ে ক্যারাটে পদক এনে দেবে। ববিতার নিয়ে গর্বিত তার বাবা-মা ও শিক্ষক সন্দীপ দাস। তিনি নবীনচন্দ্র মণ্ডল হাই স্কুলের শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষক। সন্দীপ বাবু আর্থিক দিক-সহ বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন। ববিতার চোখে মুখে একটাই স্বপ্ন ২০২৬-এর এশিয়ান গেমসে দেশের হয়ে পদক আনা। তার পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার বহু মানুষ। সকলের ইচ্ছা ববিতা গ্রাম তথা বাংলা এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক।।

শুদ্ধ পুরুষের ভবিষ্যৎবাণীর পর মা দুর্গা পূজিত হন আরামবাগের কোনার পরিবারে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

বাঙালির দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই মতো পুজোর বাদ্যি বেজে গিয়েছে হুগলির আরামবাগের বনেদি কোনার পরিবারে। মা দুর্গার আরাধনার কাজ চলছে জোর কদমে। এই পুজোর শুভ সূচনা হয় সরোজ কোনার ও সজল কোনারের হাত ধরে। আরামবাগের পারুলের কোনার পরিবারে রীতি মেনে কুলো পুরোহিত নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মাটি উত্তোলন করেন। তারপরই মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি কাজের সূচনা হয়। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ ও পাড়া-প্রতিবেশীরা এই পুজোয় সামিল হন। এই পরিবারের পুজোর বয়স নবীন হলেও, কথিত আছে দুর্গা পুজোর ইতিহাস মহকুমা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় নাম শোনা যায়। জানা গেছে, এই বংশের ধীরেন কোনার পরে নিঃসঙ্গানন্দজী রূপে ভূষিত হন। তিনি ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন, 'কোনও একদিন মা দুর্গা স্বয়ং এই বংশের কোনও এক সন্তানকে স্বপ্নাদেশ দেবেন কোনার বংশে পুজিত হওয়ার জন্য।' তাঁর সেই ভবিষ্যৎবানী বর্তমান প্রজন্মের এক সুযোগ্য সন্তানকে সেই বার্তা দেন। মায়ের নির্দেশ পাওয়ার পর সরোজ কোনারের পুত্র মাধব কোনার বাবাকে পুরো বিষয়টি বলেন, মা দুর্গা তাঁদের পরিবারে আসবেন। তাঁকে নিষ্ঠা ভরে পুজো করতে হবে। তারপর থেকে সরোজ ও সজল কোনাররা মা দুর্গার আরাধনা শুরু করেন ভক্তি ভরে। এই বিষয়ে কুলো পুরোহিত গৌতম চক্রবর্তী বলেন, 'মায়ের কৃপা বর্ষিত হোক কোনার পরিবারে। এই বংশের শুদ্ধ পুরুষ নিঃসঙ্গানন্দজীর ভবিষ্যৎবানী বাস্তবায়িত হয়েছে। কুলো পুরোহিত হিসাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা কোনার পরিবার ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের মঙ্গল হোক।' জানা গেছে, স্বামী নিঃসঙ্গানন্দজী মহারাজ ছিলেন সন্ন্যাসী মানুষ। তিনি ওই বংশের সন্তান হলেও সংসার ছেড়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় যোগদান করেন। মা দুর্গার সাধন করেন। এই সাধক পুরুষের ভবিষ্যৎ বাণীতে আরামবাগের কোনার পরিবারে দুর্গাপুজো শুরু হয় এবং এখনও তা হয়ে চলেছে।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি রাখী চক্রবর্তী	ক) ২৫,৫২,৩৬৬.৪০ টাকা লোন এ/সি নং এলপিআরও৪৩৭০৬৫৫৯১৫৯ অধীন ১৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১৩.০৫.২০২৫ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ)। খ) ১৬.০৫.২০২৫ গ) ০৯.০৯.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ১৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট, এবং তদস্থিত দোতলা ভবন, মৌজা : পানিহাটি,জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৫৫, আরএস খতিয়ান নং ৫৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৪১২ এবং ৩৪১৯, হোল্ডিং নং ১১, এনএন মুখার্জি রোড, থানা : খড়দা, ওয়ার্ড নং ৬, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** কিরণ চন্দ্র উকিল এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **উত্তরে :** কিরণ চন্দ্র উকিল এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** এন এন মুখার্জি রোড।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী সুভাষ মজুমদার এবং শ্রীমতি রূপা চক্রবর্তী	ক) ২৬,৭২,৩৭৮ টাকা লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০৪৮৭৩৭৫৯৪ অধীন ১৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১৬.০৫.২২৫ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ)। খ) ১৬.০৫.২০২৫ গ) ০৯.০৯.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা (সমপরিমাপ ২৮৮০ বর্গফুট), অবস্থিত হোল্ডিং নং ২২/২৬/২২, রথতলা ঘোষ পাড়া রোড, মৌজা : হালিশহর, জেএল নং ৬, ওয়ার্ড নং ৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৫৪, এলআর দাগ নং ১০৬৪, হালিশহর পুরসভা অধীন, থানা : বীজপুর,, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক; **দক্ষিণে :** প্রতুল মজুমদারের সম্পত্তি; **পূর্বে :** ৩০ ফুট চওড়া পাকা রোড; **পশ্চিমে :** উজ্জ্বল কংসবণিকের সম্পত্তি।

তারিখ : ০৯.০৯.২০২৫ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল নোটিশ পরিশিষ্ট - ৬ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৫.০৭.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কবিরুল ইসলাম** লোন অ্যাকাউন্ট **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এসএমই ফিনান্স শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩,২২,২৯,৯৪৬ টাকা (তিন কোটি বাইশ লাখ উনত্রিশ হাজার নশো ছেচল্লিশ টাকা) ০৫.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৩,২২,২৯,৯৪৬ টাকা (তিন কোটি বাইশ লাখ উনত্রিশ হাজার নশো ছেচল্লিশ টাকা) ০৫.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি এবং জি-৪তলা ভবন, এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাপ আনুমানিক ১১০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ৩য়তলে, ১ কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১২০ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পো অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো -৭ অধীন, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২ এবং সকল সুবিধা, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ , **ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোল জায়গা; **দক্ষিণে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ২বি এবং অংশত সিঁড়ি এবং লিফট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি জি-৪ তলা ভবন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১সি পরিমাপ আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি বেং দুই বাথ তথা প্রিভি- ২য়তলে, ভবনের অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ জমির স্বার্থ অধিকার ফ্ল্যাট অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রেডা, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০০১৪, বরো-৭, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা পৌর সংস্থা, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২, সকল সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ১এ এবং সিঁড়ি এবং লিফট; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ১বি; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি জি-৪ তলা ভবন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, পরিমাপ আনুমানিক ১১০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ২য় তলে ১ কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১২০ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো -৭, ওয়ার্ড নং ৫৯,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা; দক্ষিণে অংশত ফ্ল্যাট নং ১বি এবং অংশত সিঁড়ি এবং লিফট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি জি-৪ তলা ভবন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি, পরিমাপ আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ৩য় তলে ১ কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১২০ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো -৭, ওয়ার্ড নং ৫৯,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ২বি এবং অংশত সিঁড়ি এবং লিফট; **দক্ষিণে:** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ২বি এবং অংশত খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

৫. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৬ কাঠা কমবেশি জি-৪ তলা ভবন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাপ আনুমানিক ১২০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ২ ব্যালকনি এবং দুই বাথ তথা প্রিভি ৩য় তলে ১ কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১২০ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস : এন্টালি, থানা : বেনিয়াপুকুর, এডিএসআরও শিয়ালদহ, কলকাতা : ৭০০০১৪, বরো -৭, ওয়ার্ড নং ৫৯,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ২এ; **দক্ষিণে:** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** অংশত ফ্ল্যাট নং ২সি এবং অংশত সিঁড়ি এবং লিফট।

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	অশোক কুমার কেশরী যৌথভাবে মঞ্জু কুমারী কেশরীর সাথে	০০০৩৭১৮	৭৫৪	১৪৩৩৭৫১-১৪৩৭২৫০	৩,৫০০
২.	রণধীর কুমার যৌথভাবে জগন্নাথ প্রসাদের সাথে	২০৫৫৩	৩৯৩৯	৭৪৩২৬৯১-৭৪৩৭০৬৫	৪,৩৭৫
৩.	গীতা কোঠারি	০০১৫৯১১	৩০৪৭	৫৬৪১০০১-৫৬৪২৭৫০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৯.০৯.২০২৫

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
স্বস্তি বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U51909WB2005PTC101217
রেজিস্টার্ড অফিস ১৬ জি সি এভিনিউ ৯ম তল, বৌবাজার, কলকাতা-৭০০০১৩ (পশ্চিমবঙ্গ) সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব 1st/2025-26 অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
১৬ জি সি এভিনিউ ৯ম তল, বৌবাজার, কলকাতা-৭০০০১৩ (পশ্চিমবঙ্গ)
স্বস্তি বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
বালাজি পুন্ডলিক শিন্ডে
(ডিরেক্টর)
ডিন - ০০২৪৪৫৫৫
তারিখ : ১০.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা (পব)

শোগুন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN: U51109WB2005PTC106010)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, ৮ম তল, পোদ্দার পয়েন্ট, কলকাতা -৭০০০১৬
নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন বিষয়ক সাধারণ নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি-স্কেল বেসড রেগুরেশন) নির্দেশাবলি, ২০২৩ অনুযায়ী মাস্টার ডিরেকশনের অনুচ্ছেদ ৪২.৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত মথে নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানা হস্তান্তরের আগ্রহ :
মেসার্স শোগুন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (কোম্পানি), এর বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণের নাম শ্রীমতি রাজ কুমারী ধানুকা এবং শ্রীমতি নেহা ধানুকা, দানের মাধ্যমে তাদের কোম্পানির শেয়ার অর্থাৎ ৩,৪৮,০০০ ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ প্রতিটি ১০ মূল্যের কোম্পানির আদায়দত্ত শেয়ার মূলধনের ২১.৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী এবং মোট ৯,৪৮,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার ৫৮.৩০ শতাংশ কোম্পানির আদায়দত্ত শেয়ার মূলধনের প্রতিনিধিত্বকারী **শ্রী মায়াঙ্ক ধানুকাকে** হস্তান্তর করতে আগ্রহী।
অধিগ্রহণকারীর বিবরণ :
প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারী শ্রী মায়াঙ্ক ধানুকা, প্যান : এডিএলপিডি৫৫৬৮জে এবং আধার নং ২০০৬ ১৫৬৫ ৯৭৯৬ , পিতা প্রয়াত মদন মোহন ধানুকা, বয়স আনুমানিক ৪৭ বছর পারিবারিক সৌহার্দ্য এবং স্নেহের বশবর্তীতে এই স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অধিগ্রহণকারী শ্রী মায়াঙ্ক ধানুকা - ধানুকা পরিবারের প্রধান সদস্য হিসেবে কাজ করেন এবং কোম্পানির পরিচালনার কৌশলগত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর।
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোম্পানির উক্ত নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের বিষয়ে উল্লেখ্য পত্র তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মারফত প্রাক অনমোদন গৃহীত হয়েছে ।
প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০(ত্রিশ) দিনের পর কার্যকর হবে। কোনও আপত্তি বা প্রতিনিধিত্ব, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই নোটিশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড এর নিকট রেজিস্টার্ড অফিস : ১১৩,পার্ক স্ট্রিট, ৮মতল, পোদ্দার পয়েন্ট, কলকাতা-৭০০০১৬ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন।
স্বা/-
শোগুন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
উমঙ্গ ধানুকা, ডিরেক্টর,
ডিন : ০০২০১৬৫৫
স্বা/-
সংশ্লিষ্টের পক্ষে
স্বা/-
মায়াঙ্ক ধানুকা
প্যান : ADLPD5568J
তারিখ : ১০/৯/২০২৫ স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/75/2024 26.08.2025
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শেখ সফি আলম
প্রতি
(সিডি ১) শেখ সফি আলম
পিতা শেখ জানসব ওরফে জানসুর শেখ
কৃষ্ণপুর, গোলাপবাগ, রাজবাটি বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৪
(সিডি ২) শেখ নূর আলম
পিতা শেখ সফি আলম, কৃষ্ণপুর, গোলাপবাগ, রাজবাটি বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৪
(সিডি ৩) মিনা বিবি
স্বামী শেখ সফি আলম, কৃষ্ণপুর, গোলাপবাগ, রাজবাটি বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৪
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/952/2014** অনুযায়ী পরিমাণ **২১৭৩৭৬১.৯০ টাকা (একুশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশ একষট্টি টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **০১.০৬.২০১৪** থেকে সমুদয় শুল্ক **২৪০০৫ (চব্বিশ হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **০৩.১১.২০২৫** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২৬.০৮.২০২৫**
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২, কলকাতা

চাঁচল কলেজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পোড়ানো-কাণ্ডে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির প্রতি অসম্মান জানানোর অভিযোগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন ইউনিট সভাপতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার রাতে ওই ছাত্রকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে চাঁচল থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম এবি সোহেল। তার বাড়ি চাঁচল সদরে। গত ২ সেপ্টেম্বর চাঁচল কলেজ চত্বরে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছবি পোড়ানোর সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছবিতেও আগুন ধরিয়ে পোড়াবার চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত ওই ছাত্র। এই বিষয়টি

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। তারপরেই বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় উঠতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চাঁচলের একজন নাগরিক ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আর সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবি সোহেলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবারই অভিযুক্ত ওই ছাত্রকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। চাঁচল কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনাইটেড সভাপতি পদে ছিলেন এবি সোয়েল। গতকালই তাকে বহিষ্কারের পাশাপাশি টিএমসিপির কলেজ ইউনিট ভেঙে দেওয়া হয়। ওই কমিটিতে ছিল ৩০ জন। সোয়েল দুই বছর আগে সভাপতি হন। সে চাঁচল কলেজেরই পড়ুয়া। এবার ফাইনাল ইয়ার (সিক্স সেমেস্টার) পাশ কোর্সের ছাত্র। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ওইদিন যারা ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তাদের শনাক্ত করা হচ্ছে।

ফাইল চিত্র

গৌরবাজারে ‘বসন পরো মা’ অনুষ্ঠানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গৌরবাজার: প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এলাকার মায়েদের জন্য ‘বসন পরো মা’ অনুষ্ঠান আয়োজিত হল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজারের একটা কমিউনিটি হলে। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন তারপরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। তাই শারদোৎসবে যাদের বস্ত্র কেনার সামর্থ নেই, তাদের কথা মাথায় রেখেই ‘বসন পরো মা’ অনুষ্ঠান শুরু করেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি জানান,‘ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় মোট ১২-এর মধ্যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় প্রত্যেকটি মহিলার হাতে যাতে নতুন বস্ত্র পৌঁছে যায় সেই জন্যই মোট ৬০,০০০ শাড়ি বিতরণ হবে। আমরা ক’দিন বাদেই মৃন্ময়ী মায়ের পুজোয় মেতে উঠবো, আর মৃন্ময়ী মায়ের পুজোই মুখে একটু হলেও হাসি ফোটাতে চিন্ময়ী মায়েদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার এই আয়োজন।’ প্রায় ১৪০০ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন বিধায়ক, সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সুজিত মুখার্জি, জেলা পরিষদ নেত্রী চুমকি মুখার্জি, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক, অঞ্চল সভাপতি উৎপল দত্ত, উপপ্রধান হরেন পাল ছাড়াও স্থানীয় তৃণমূল নেতা সৌগত লায়েক।

চাঁচল কলেজে বিশ্বকবির ছবি পোড়ানোর প্রতিবাদ স্বপন বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্প্রতি মালদার চাঁচল কলেজের ছাত্র নেতাদের বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের প্রতিবাদী বাউল স্বপন দত্ত। বাঙালি হয়ে বাংলালিকে অপমান করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বাউল গানে বর্ধমান কার্জন গেট কোর্ট চত্বরে জেলা পরিষদের সামনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত, তাঁর বাউল গানের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। স্বপন বাউল তাঁর লেখা প্রতিবাদী গানে গানে বলছেন, ‘এ কেমন বাংলা, এরা কেমন বাঙালি রে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ যে লজ্জাজনক নিন্দনীয় ঘটনা রে। বাঙালিরাই বাংলার বিশ্ব কবির ছবিকে পুড়িয়ে দিলো রে। এতে শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের অপমান হল রে।’ বক্তব্যে বার বার বলেন মালদা চাঁচল কলেজের যে সব ছাত্র নেতারা বিশ্ব কবির ছবি পুড়িয়ে অপমান করেছে, তাঁদের গ্রেপ্তার করে কঠিন শাস্তির আওয়াজ তুলেছেন শিল্পী। এব্যাপারে মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসনকে সচেতন করে স্বপন বাউল আরও বলেন, ‘বাংলা ভাষা বলার জন্য ভিন রাজ্যে বাঙালিদের অত্যাচারের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। কয়েকদিন আগেই খবরে দেখেছি ভাঙড়ে একটি কারখানায় বাঙালি শ্রমিকদের বাংলায় কথা বলার জন্য তাদের কাজ কেড়ে নেওয়া হয়, এটা অন্যায়। বাংলায় এটা কী করে হয় পুলিশ প্রশাসনকে ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করতে হবে। আবার দেখ লাম মালদায় চাঁচল কলেজের ছাত্র নেতারা বাঙালি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে দিলো। এমন নোংরা নিন্দনীয় কাজ কী করে বাঙালি ছাত্ররা করতে পারল? তাহলে বাংলাতেই যেখানে বাঙালি বিশ্ব কবির ছবি পুড়িয়ে অপমান অত্যাচার করা হচ্ছে, সেখানে ভিন রাজ্যে বাঙালিদের ওপর বাংলা ভাষা বলার জন্য অত্যাচার হচ্ছে সেটা তো অবাক হওয়ার কিছুই নেই।’

চণ্ডীতলায় মারুতি ভ্যান ও বোলেরো পিকআপের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত অহল্লাবাই রোডে কুমির মোড়া পুরাতন রেল স্টেশন ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ভরদুপুরে, এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আহত ৯ জনের মধ্যে, দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ড্রাইভার পালাতক, আহত খালাসি পুলিশ হেফাজতে। সূত্রের খবর, চাঁপাডাঙার বাসিন্দা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে সপরিবারে বাড়ি ফিরছিলেন মারুতি করে। স্থানীয় সূত্রের খবর, একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান ঠিক উল্টো দিক থেকে আসছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বোলেরো পিকআপ ভ্যানটি মুখোমুখি ধাক্কা মারে মারুতি ভ্যানেটিকে ড্রাইভার-সহ মোট ৯ জন সদস্য গুরুতর জখম হয়। মারুতি ভ্যানের ড্রাইভার অবস্থা সংকটজনক। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা এবং আশেপাশে যারা ছিলেন তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেন এবং চণ্ডীতলা থানায় যোগাযোগ করেন। চণ্ডীতলা থানার অফিসার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকার্য নেয়ে পড়েন এবং জখম ব্যক্তি, মহিলা এবং বাচ্চাকে চণ্ডীতলার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসার পর অন্যত্র রেফার করেন।

দ্রুত নিয়োগের দাবিতে প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান। মূলত ২০২২ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে নিজেদের দাবিপত্র তুলে ধরেন। এদিন

মিছিল করে ২০২২ প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চের তরফে টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা চেয়ারম্যানের দপ্তরের সামনে পৌঁছান এবং সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ কমিটিতে সামিল হন। আন্দোলনকারীদের দাবি, ২০২২ সালে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও তাঁদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই কারণেই আজ তাঁরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন। চাকরি প্রার্থীদের দাবি, দ্রুত শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। অন্যদিকে, এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চত্বরে মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ।

বাইক আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ডিএন ৩৫ সীমান্ত এক্সপ্রেস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃত যুবকের নাম তরুণ সরকার (৩০)। তিনি কৈজুড়ি এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার স্বরূপনগর-বাংলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগলবাড়ি এলাকার বসিরহাট-হাকিমপুর রোডে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বাংলানি মোড় এলাকায় বাইক ও সীমান্ত এক্সপ্রেস মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ওই বাইক আরোহী। স্থানীয়রা দ্রুত ওই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে শাঁড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তরুণ সরকারকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

SBI এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেল: sbi.10263@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) -এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম সহ ঠিকানা, শাখার নাম এবং এ/সি নং	(স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক)	নোটিশের তারিখ এনপিএ-এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী গোপাল পাত্র** পিতা- রাধাকান্ত পাত্র আন্দুল দক্ষিণপাড়া (মাশিলা), আমতলা শ্রী নিকেতন নিকটস্থ, পোস্ট- আন্দুল মৌরি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৩০২ **শাখা: এসবিআই মাশিলা শাখা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৩৪০৫৭৮৪৮৮ (এইচবিএল), ৩৬১৫৭৩৯৫২৬৫ (টপ আপ) এবং ৩৩৩৪১৮৩২৯৮১ (সুরক্ষা)**	২২৪ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো সহ **১৩৫৬ বর্গফুট** বা **০১ কাঠা ১৪ ছটাক ০৬ বর্গফুট** বা **৩.১১ শতক** রূপান্তরিত বাস্তু জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- মাশিলায় অবস্থিত, জে.এল নং-২৪, আর.এস ও এল.আর দাগ নং-১৫৫৭-এর অন্তর্গত এল.আর খতিয়ান নং-৩৫৭২-এর অধীনে মাশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:- উত্তরে-** একাব্বরপুর রোড, **দক্ষিণে-** জীবন কৃষ্ণ এবং অন্যদের সম্পত্তি, **পূর্বে-** বিশ্বনাথ পাত্রের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** দাগ নং-১৫৫৯-এর সম্পত্তি। **সম্পত্তিটি শ্রী গোপাল পাত্র, পিতা- রাধাকান্ত পাত্রের নামে রয়েছে,** দলিল নং-০৪৫৯৪, সাল ২০১২, বই - ১, সিডি ভলিউম নং-১৩, পৃষ্ঠা ১৭৪৫ থেকে ১৭৬৫-তে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, এ.ডি.এস.আর. রানিহাটি, পশ্চিমবঙ্গ -এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত।	**সেকশন ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.০৫.২০২৫ এনপিএ-এর তারিখ ২৯.০৭.২০২৫**	**লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৩৪০৫৭৮৪৮৮ (এইচবিএল), ৩৬১৫৭৩৯৫২৬৫ (টপ আপ) এবং ৩৩৩৪১৮৩২৯৮১ (সুরক্ষা) ১০,৫৪,৯৩২.০০/- টাকা (দশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয়শো বত্রিশ টাকা মাত্র) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী।** এছাড়াও আপনাকে উপরে উল্লিখিত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ১০.০৯.২০২৫
স্থান: হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
আইডিবিআই হাউস ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (+ ৯১ ৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব দখল অনুমোদিত ব্যক্তিরা নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ২৬.০৯.২০২৫ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ অনুযায়ী প্রদর্শিত হলো।
২৬.০৯.২০২৫ তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ (৩০ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক/টেন্ডার বর্ধিতকরণ পরিমাণ
পার্ক স্ট্রিট	ঋণগ্রহীতা শ্রী রোশন কুমার দান্ডেওয়ালা এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি রিচা বিজয়া দান্ডেওয়ালা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট নং ৫০২, ৬ষ্ঠতলে, টাওয়ার -ডি৬, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৭৭ বর্গফুট , ইডেন সিটি, মহেশতলা, পুরসভা প্রেমিসেস হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১/নিউ বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, ওয়ার্ড নং ৩১, পো : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০১৪১, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখল সহ উক্ত বসবাসের কমপ্লেক্সে।	ক) ২৯.১০.২০১৮ খ) ০৯.০১.২০১৯ (স্বত্ব) গ) ৩৯,৩৬,৭৫৪.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ ছত্রিশ হাজার সাতশ চুয়ান্ন টাকা) ১০.১০.২০১৮ অনুযায়ী	ক) ২৪,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০ টাকা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীন বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশের জন্য বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার নথি কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক শঙ্করপুর শাখা থেকে কাজের দিন (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত) ওয়েবসাইট : www.idbibank.in এবং www.baanknet.com থেকে ১৯.০৯.২০২৫ থেকে ২৬.০৯.২০২৫ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত)

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন : www.bankeauctionwizard.com & https://www.idbibank.in

তারিখ : ১০.০৯.২০২৫ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

REGAAL RESOURCES
রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড
সিআইএন: U15100WB2012PLC171600
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭ম তল, ডি২/২, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫), সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ০৩৩ ৩৫২২২৪০৫ ই-মেইল: cs@regaal.in ওয়েবসাইট: www.regaalresources.com

জুন ৩০, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
(শেয়ার প্রতি আয় ছাড়া অন্য সব তথ্য মিলিয়নে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০ জুন ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৫
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
পরিচালনা থেকে মোট আয়	২,৪৬৮.২৬	২,৫৯৯.৮৭	১,৯৫৩.৫৬	৯,১৭৫.৭৬
কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলীর আগে সময়ের নিট লাভ / (ক্ষতি)	১২০.৬২	১৪৬.০২	১২২.৮৩	৬৩৭.৯৯
কর দেওয়ার আগে সময়ের নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলীর পরে)	১২০.৬২	১৪৬.০২	১২২.৮৩	৬৩৭.৯৯
কর দেওয়ার পরে সময়ের নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলীর পরে)	৯০.৬৭	১১১.৮১	৯১.৭৫	৪৭৬.৬৮
সময়ের মোট সামগ্রিক আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) সহ]	৯০.৬৬	১১২.৫৪	৯১.৪৯	৪৭৮.২৬
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪১০.৬৮	৪১০.৬৮	৩৮৩.৪১	৪১০.৬৮
অন্যান্য ইক্যুইটি				২,০২৪.৪০
প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ৫/- টাকা মূল্যের)				
(ক) মৌলিক	১.১০	১.৩৫	১.২০	৬.০৫
(খ) মিশ্রিত	১.০৯	১.৩৪	১.২০	৬.০৩

দ্রষ্টব্য উপরের অংশটি হলো ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস, যা এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে জমা দেওয়া হয়েছে। নিরীক্ষিত একক ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলি (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.regaalresources.com) -এ উপলব্ধ। নিচে দেওয়া কুইক রেসপন্স কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯.০৯.২০২৫

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড
অনিল কিশোরপুরিয়া
(চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন: ০০৭২৪৩২৮

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৪ **ফোন নং :** ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত বিক্রি করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে।

ক) ঋণগ্রহীতা খ) জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ক) **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী মৈনাক সিংহ রায় **সহ ঋণগ্রহীতা :** শ্রী মৃন্ময় সিংহ রায় খ) নেই	ক) ১০.০৮.২০২৩ খ) ২৬.১০.২০২৩ গ) ১,১৭,৭৪,০৬৪.৮৬ টাকা (এক কোটি সতের লাখ চুয়াত্তর হাজার চৌষট্টি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) ১১.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৯৫৮/২০১২ তারিখ ১২.০৯.২০১২ দ্বারা বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল বাস্তু জমি থানা : চুঁচুড়া, জেলা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস - হুগলি, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২ অধীন, মহল্লা-এম জি রোড, হোল্ডিং নং ৩১৪/২৩১, আরএস দাগ নং ৬৩৮, এলআর দাগ নং ১২০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৩৮৮ এবং ১৩৮৯, এলআর খতিয়ান নং ১০২৯১ (পুরানো) এবং ১০২৯২ (পুরানো) (দলিল অনুযায়ী),এলআর খথিয়ান নং ১৩৮০৮ এবং ১৩৮০৭, জেএল নং ২০, মৌজা : চুঁচুড়া, জমির পরিমাপ এরিয়া ৮১৮ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন (জি-৩) নির্মিত মোট ঢাকা এরিয়া ১৮৩৭ বর্গফুট বা সমপরিমাণ। একতলার পরিমাপ আনুমানিক ৮১ বর্গফুট, ২য়তলের এরিয়া আনুমানিক ১১৮৫ বর্গফুট তিনতলার এরিয়া আনুমানিক ৩৮৪ বর্গফুট এবং ৪র্থতলের এরিয়া আনুমানিক ১৮৭ বর্গফুট। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া এম জি রোড; **দক্ষিণে :** পুকুর; **পূর্বে :** মৃনাল কান্তি সিংহ রায় এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া লেন (ইটের তৈরি)। এবং সংশ্লিষ্ট স্থিত একতলা নির্মাণ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় সংস্থাপন।	ক) ১,০১,৩৩,১০০.০০ টাকা খ)১০,১৩,৩১০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০ টাকা

দরপত্র/ টেন্ডার নথি বিক্রি	টেন্ডার নথি আইডিবিআই রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৩য় তল, আইডিবিআই হাউস, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ সকল কাজের দিন (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত) বা ওয়েবসাইট : www.idbibank.in এবং https://baanknet.com থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।
পর্যবেক্ষণের তারিখ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বেলা ১টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত
কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ/সময়	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

দরপত্রে উল্লেখিত শর্তাবলীর সারাংশ
১. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।
২. দরপত্রটি কলকাতা জোনাল অফিস ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ থেকে কর্মদিবসে (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত) পাওয়া যাবে এটি ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত www.idbibank.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
৩. সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি আইন ২০০২ অনুসারে বিধি ৯(১) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার কাছে বিক্রয়ের জন্য একটি বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিশদ বিবরণ এবং সাধারণ শর্তাবলী ব্যাংকের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এবং উপরে উল্লিখিত শাখা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে সংযুক্ত দরপত্রের নথিটি দেখুন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা কারণ (গুলি) উল্লেখ না করে যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

তারিখ : ১০.০৯.২০২৫ স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
এসএএম লার্জ ব্রাঞ্চ কলকাতা
২য় তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির কারণ দর্শানোর নোটিশ

রেফা নং: **SAMLK/WDF/2025-26/429**
তারিখ: ২৫.০৭.২০২৫

প্রতি,
১. **মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড, নিবন্ধিত অফিস:** ৮, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, তাহের ম্যানশন, রুম নং ৩, মেজানাইন ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১। **কারখানা:** ৫৮/১, গোশালা রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১ ২০৪। **শাখা অফিস:** ১৭৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০৭।
২. **শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল,** পার্ট নং ৭১, উত্তর দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০৫১।
৩. **শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া,** ২৫, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৪. **শ্রী কৈলাস শর্মা,** ২৯, এম. জি. রোড, টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা, টিটাগড়, পিন-৭০০ ১১৯।
৫. **শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল,** ১৮৮, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪।
৬. **শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা,** ১৮৮, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪।
৭. **শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী,** ৪, ডি. এল. ব্যানার্জী লেন, কলকাতা-৭০০ ০৭৫।
৮. **শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়াল,** ২৮/১, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭।
৯. **শ্রী কৈলাশ চাঁদ সরফ,** ৩১, জি. টি. রোড, থানা- গোলাবাড়ি, হাওড়া-৭১১ ১০১
১০. **শ্রী কৈলাশ চন্দ্র কেডিয়া,** প্রান্তিক-৪, ঠাকুর নিত্য গোপাল রোড, পো.-পানিহাটি, কলকাতা-৭০০ ০১৪।

প্রিয় মহাশয়,
মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড আমাদের **কলকাতা মেইন (ই-এবি)** থেকে ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করেছিল, **যা এখন এসএএম লার্জ ব্রাঞ্চ কলকাতা** -তে স্থানান্তরিত হয়েছে। অ্যাকাউন্টটি **১৩.০২.২০১৭ তারিখে এনপিএ**-তে পরিণত হয়েছে। **২৪.০৪.২০২৫** অনুযায়ী মোট বকেয়া স্থিতি হলো **৯৫.০৮ কোটি টাকা।** ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টরের যে সমস্ত ত্রুটি বা অব্যবস্থার কারণে অ্যাকাউন্টটি খেলাপি হয়েছে, তা আরবিআই নির্দেশিকা (ট্রিটমেন্ট অফ উইলফুল ডিফল্টার অ্যান্ড লার্জ ডিফল্টারদের) ২০১৪ অনুসারে উইলফুল ডিফল্টার আইডেন্টিফিকেশন কমিটি (ডব্লিউডিআইসি) দ্বারা **২৭.০২.২০২৪** -এ পরীক্ষা করা হয়েছিল। কমিটি প্রাথমিকভাবে দেখতে পায় যে অনিয়ম/খেলাপি হওয়ার কারণগুলো উইলফুল ডিফল্টার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার মানদণ্ড পূরণ করে এবং সেই অনুযায়ী **ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রামেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়ালকে উইলফুল ডিফল্টার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ (এসসিএন) জারি করার অনুমোদন দিয়েছে।**

কারণ দর্শানোর নোটিশ (এসসিএন), যা নিচের তিন-কলামের সারণীতে উল্লেখিত উইলফুল ডিফল্টের কারণগুলি যথাযথভাবে অবহিত করে, **ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়াল**কে ১৩.০৫.২০২৪ তারিখের চিঠি মারফত পাঠানো হয়েছিল এই মর্মে যে কেন তাদের ‘**উইলফুল ডিফল্টার**’ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না এবং তাদের কোনো অভিযোগ/জমা দেওয়ার জন্য **২১ দিনের** সময় দেওয়া হয়েছিল।

এসসিএন জারি এবং তার প্রতিক্রিয়া:
ডব্লিউডিআইসি-এর **২৭.০২.২০২৪** তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী, এসসিএন **ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়াল**কে ১৩.০৫.২০২৪ তারিখের চিঠি মারফত জারি করা হয়েছিল, যার কয়েকটি নোটিশ ফেরত আসে। সেজন্য, **৩০.০৮.২০২৪** তারিখে ইংরেজি ভাষার জন্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং স্থানীয় ভাষার জন্য দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হয়েছিল। এসসিএন-এর জবাবে, ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। এসসিএন জারির ফলাফল আরও আলোচনার জন্য ডব্লিউডিআইসি-এর কাছে পেশ করা হয়েছিল।

উইলফুল ডিফল্টার আইডেন্টিফিকেশন কমিটি ০৮.০৭.২০২৫ তারিখে সভা করে, যেখানে নিম্নলিখিত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন-
১. শ্রী ব্রজেশ কুমার সিং, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (চেয়ারম্যান)
২. শ্রী সুজয় মল্লিক, চিফ জেনারেল ম্যানেজার (সদস্য)
৩. শ্রী নরেন্দ্র কুমার শর্মা, জেনারেল ম্যানেজার (সদস্য)
৪. শ্রী সন্দীপ কুমার ঘোষাল, জেনারেল ম্যানেজার (সদস্য)

উইলফুল ডিফল্টার আইডেন্টিফিকেশন কমিটি নথিভুক্ত করেছে যে **২৭.০২.২০২৪** তারিখের এসসিএন **ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়ালকে এসএএম লার্জ ব্রাঞ্চ কলকাতার** শাখা ম্যানেজার দ্বারা জারি করা হয়েছিল এবং ট্র্যাকিং বিশদ প্রতিবেদন অনুসারে কয়েকটি নোটিশ বিলি না হয়েই ফেরত আসে। সেজন্য, ৩০.০৮.২০২৪ তারিখে ইংরেজি ভাষার জন্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং স্থানীয় ভাষার জন্য দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হয়েছিল।

যেহেতু **ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়াল** কোনো উত্তর দেননি, এটি বোঝায় যে তারা নিজেদেরকে উইলফুল ডিফল্টার হিসাবে ঘোষণা না করার বিষয়ে তাদের মতামত জানাতে আগ্রহী নয় এবং এটি কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লিখিত অভিযোগগুলির গ্রহণযোগ্যতাকেও বোঝায়। কারণ দর্শানোর নোটিশের চার্জের বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (উইলফুল ডিফল্টারস এবং লার্জ ডিফল্টারস) নির্দেশাবলী, ২০২৪-এর প্যারা ৩(১)(১) এর প্রাসঙ্গিক ধারা	ইলফুল ডিফল্টার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা/প্রোমোটার(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)/গ্যারান্টর(গণ) কর্তৃক ত্রুটি বা অব্যবস্থার কাজ প্রকাশ করে উইলফুল ডিফল্টের প্রমাণ।	ঋণগ্রহীতা কোম্পানি, এর প্রোমোটার(গণ)/ ডিরেক্টর(গণ) এবং গ্যারান্টর(গণ)-এর জমা দেওয়া কাগজপত্র	জমা দেওয়া কাগজপত্র গ্রহণযোগ্য / গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সহ
পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছুক:	ব্যক্তিগত গ্যারান্টরদের ৩১.০৩.২০১৩ তারিখের নিট মূলধন নিচে বিশদভাবে দেওয়া হলো: *টাকা কোটি-তে* (নিচের সারণী দেখুন) অতএব, ব্যক্তিগত গ্যারান্টরদের ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেনি।	ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টরের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।	যেহেতু ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টরের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি, তাই এটি কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লিখিত অভিযোগগুলির গ্রহণযোগ্যতাকে বোঝায়।
তহবিল সরিয়ে নেওয়া:	অর্থবছর ২০১৫-১৬ এবং অর্থবছর ২০১৬-১৭ এর নগদ উৎপাদনের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো: *টাকা কোটি-তে* (নিচের সারণী দেখুন) উপরের ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে **৮৬৩.৯৪ কোটি টাকা** এবং **৬৫১.৬১ কোটি টাকার** নগদ উৎপাদনের বিপরীতে, সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট টি.ও. মাত্র **২১.৭৫ কোটি এবং ৭৭.৩৩ কোটি টাকা।** সুতরাং, এটি তহবিল সরিয়ে নেওয়ার একটি স্পষ্ট ঘটনা।	ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টরের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।	যেহেতু ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টরের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি, তাই এটি কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লিখিত অভিযোগগুলির গ্রহণযোগ্যতাকে বোঝায়।

ক্র. নং	নাম	৩১.০৩.২০১৩ অনুযায়ী নিট সম্পদ	বর্তমান নিট সম্পদ
১.	শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল	০.৫৬	উপলব্ধ নেই
২.	শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া	০.১২	উপলব্ধ নেই
৩.	শ্রী কৈলাস শর্মা	০.১৮	উপলব্ধ নেই
৪.	শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল	০.২২	উপলব্ধ নেই
৫.	শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা	১.২৯	উপলব্ধ নেই
৬.	শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী	০.৩৪	উপলব্ধ নেই
৭.	শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়াল	০.৪৬	উপলব্ধ নেই
৮.	শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ	০.৪৭	উপলব্ধ নেই
	মোট	৩.৬৪	

বিবরণ	অর্থবর্ষ ২০১৫-১৬	অর্থবর্ষ ২০১৬-১৭
পরিচালনা থেকে আয়	৮৬৭.৮৭	৬৫৭.২২
প্রাপ্যের প্রারম্ভিক স্থিতি	৪.২১	৮.১৪
প্রাপ্যের সমাপনী স্থিতি	৮.১৪	১৩.৭৫
নগদ উৎপাদন	৮৬৩.৯৪	৬৫১.৬১
ক্রেডিট টি.ও.	২১.৭৫	৭৭.৩৩

এরপর, যথাযথ আলোচনা এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করার পর, উইলফুল ডিফল্টার আইডেন্টিফিকেশন কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে উইলফুল ডিফল্টার রিভিউ কমিটির (ডব্লিউডিআরসি) কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করার অনুমোদন দিয়েছে যাতে ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়ালকে আরবিআই মাস্টার সার্কুলার (উইলফুল ডিফল্টারস এবং লার্জ ডিফল্টারস) ২০২৪-এর অধীনে ‘পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছুক’ এবং ‘তহবিল সরিয়ে নেওয়া’ ধারার কারণে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে ঘোষণা করা যায়।

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আপনাকে ডব্লিউডিআইসি-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করছি যে আপনাকে ‘উইলফুল ডিফল্টার’ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য ডব্লিউডিআরসি-এর কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ডব্লিউডিআইসি-এর এই সিদ্ধান্তটি আরবিআই সার্কুলার দ্বারা গঠিত ডব্লিউডিআরসি দ্বারা পর্যালোচনা/নিশ্চিত করা হবে, যার মধ্যে এমডি এবং সিইও এবং ২ জন স্বাধীন ডিরেক্টর থাকবেন। ডব্লিউডিআরসি ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রমেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়ালকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেবে।

ঋণগ্রহীতা কোম্পানি মেসার্স এস. জি. স্ট্রিপস লিমিটেড এবং এর অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর শ্রী কৈলাস চাঁদ সরফ, শ্রী সঞ্জয় বান্থিয়া এবং শ্রী কৈলাস চাঁদ কেডিয়া এবং এর গ্যারান্টর শ্রী রামেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী কৈলাস শর্মা, শ্রী জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী দীপক গোয়েঙ্কা, শ্রীমতি লীনা ব্যানার্জী এবং শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়াল, যদি এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন, তাহলে এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাংকের ডব্লিউডিআরসি-এর কাছে তাদের বক্তব্য/ব্যক্তিগত শুনানির জন্য অনুরোধ জমা দিতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য কোনো বক্তব্য/অনুরোধ না পাওয়া গেলে, এটি ধরে নেওয়া হবে যে আপনি ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ নিতে আগ্রহী নন অথবা যদি ডব্লিউডিআরসি ব্যক্তিগতভাবে বা লিখিতভাবে আপনার প্রদত্ত বক্তব্য/আবেদনে সন্তুষ্ট না হয় (যেটি প্রযোজ্য), তাহলে ব্যাংকের ডব্লিউডিআরসি আপনাকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য একটি যুক্তিযুক্ত আদেশ পাস করবে এবং ডব্লিউডিআরসি কর্তৃক এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের পর, আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে আপনার ছবি প্রকাশ করা হবে এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে আপনার নাম আরবিআই, সিআইবিআইএল এবং অন্যান্য ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিতে রিপোর্ট করা হবে এবং ব্যাংক প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারে।

এই যোগাযোগটি ব্যাংকের উইলফুল ডিফল্টার আইডেন্টিফিকেশন কমিটির অনুমোদন নিয়ে জারি করা হয়েছে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নাম: কৃষ্ণ কান্ত দুবে, স্কেল - ৫
মনোনীত অফিসার
উইলফুল ডিফল্টার আইডেন্টিফিকেশন কমিটির (ডব্লিউডিআইসি) পক্ষে

নেপালে যুদ্ধবিদ্রোহের মুখ ভূমিকম্পে সন্তানহারা সুদান গুরুং

কাঠমাণ্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর: ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভে মঙ্গলবারও উত্তাল হল নেপাল। মঙ্গলবার রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে আন্দোলনের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছিল স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের। এত তরুণকে বিক্ষোভে শামিল করলেন কে বা কারা, তা নিয়ে জল্পনা চলছিলই। নেপালের একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, সরকার বিরোধী এই আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি বছর ছত্রিশের এক তরুণ, নাম সুদান গুরুং। একাধিক নেপালি সংবাদমাধ্যমের দাবি, তরুণদের এই নবজাগরণের নেপথ্যে এই তরুণ রক্তই।

২০১৫ সালে নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সেই সময়েই 'হামি নেপাল' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন সুদান গুরুং। উল্লেখ্য, মারণ ভূমিকম্পে নিজের সন্তানকে হারান যুবক সুদান। এরপরই নিজের এনজিও-র মাধ্যমে প্রান্তিক নেপালের জন্য কাজ শুরু করেন তিনি। মূলত ছাত্র-যুবদের দ্বারা পরিচালিত এই সংগঠন। ২০১৫ সালের পরেই ত্রাণ এবং বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে হাত পাকাতে থাকেন সুদান। ধীরে ধীরে নেপালের ছাত্র-যুবদের কাছে জনপ্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন তিনি।

পরবর্তীকালে বিপি কৈরালা ইনস্টিটিউটে দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন সুদান। এক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'ডিসকো জকি' বা 'ডিজে' হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সুদান।

তবে সোমবারের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পর নতুন করে আলোচিত হচ্ছে সুদানের নাম। নেপালের অনেকেই মনে করছেন সে দেশে ফেসবুক, হোয়াট্‌সঅ্যাপ-সহ ২৬টি সমাজমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিয়ে যুব সমাজের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছিলই। সেটাকেই সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে কাজে লাগিয়েছেন সুদান।

বাড়ির উঠোন থেকে মিলল যুবকের হাড়গোড়

ধৃত স্ত্রী, ভাইপো

লখনউ, ৯ সেপ্টেম্বর: প্রায় এক বছর ধরে খোঁজ মিলছিল না যুবকের। শেষমেশ বাড়ির উঠোন থেকেই উদ্ধার হল তাঁর হাড়গোড়! সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের কানপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় যুবকের স্ত্রী ও ভাইপোকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

চলতি বছরের অগস্ট মাসে যুবকের পরিবার তাঁর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নামে পুলিশ। যুবকের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখনই খুনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, গত বছরের ২ নভেম্বর যুবককে খুন করেছেন তাঁরই স্ত্রী ও ভাইপো।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নিহত যুবক গুজরাতে কাজ করতেন। ছ'-সাত মাস অন্তর বাড়ি ফিরতেন। সেই সুযোগে তাঁর স্ত্রী ও ভাইপোর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০২৪-এর মাঝামাঝি বিষয়টি জানতে পারেন ওই যুবক। এ নিয়ে দম্পতির মধ্যে তুমুল বচসাও হয়। তখনই তাঁকে খুনের ছক কষেন স্ত্রী।

পুলিশের দাবি, স্ত্রী এবং ভাইপো মিলে ওই যুবককে খুন করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহতের স্ত্রী ও ভাইপো বেশ কয়েক দিন ধরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। গত বছরের নভেম্বরে যুবতীর স্বামী তা জেনে ফেলেন। এর পরেই বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁকে খুন করে দেহটি বাড়ির উঠোনে একটি গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেন দু'জনে। তার পর স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার খবর রটিয়ে দেন। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও ভাগ্নে। জেরায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মাটি খুঁড়ে যুবকের দেহাবশেষও মিলেছে। সেগুলি ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: রাজধানী দিল্লিতে ফের বোমাতঙ্ক। এবার মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ও মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইমেল আসে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ইমেলের পাশাপাশি ফোনেও হুমকি বার্তা পেয়েছেন দমকল আধিকারিকরা।

মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজেও তল্লাশির তত্ত্বাবধান করেন আইপি এস্টেট থানার অতিরিক্ত ট্রাফিক অফিসার। হুমকি ইমেলে উল্লেখ্য দুটি জায়গাতেই মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলেই জানিয়েছেন দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (সেন্ট্রাল) নিধিন ভালসন। তিনি আরও জানিয়েছেন, কোথা থেকে হুমকি ইমেলটি পাঠানো হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে আগেও এইরকম হুমকি দিয়ে ইমেল করা হয়েছিল। তার সঙ্গে এদিনের ইমেলটির মিল রয়েছে। স্নিফার ডগ এবং প্রযুক্তিবিদদের একটি বিশেষ দল মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভিতরে খতিয়ে দেখেছে। প্রবেশ ও প্রস্থানপথ সুরক্ষিত করা হয়। যাচাই করে তবেই লোকজনকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

জঙ্গিদের ভয়ে কর্তব্য থেকে পালানো পুলিশকর্মীকে ছাঁটাই

ঠিক সিদ্ধান্ত, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: জঙ্গিদের ভয়ে কাজে যোগ দিচ্ছিলেন না জম্মু ও কাশ্মীরের এক পুলিশকর্মী। তাঁকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে প্রশাসন। সম্প্রতি এক মামলায় এমনটাই জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, শুধুমাত্র প্রাণের ভয় রয়েছে বলে নিজের কর্তব্য থেকে পালিয়ে যাবেন, এটা একজন পুলিশকর্মীর থেকে আশা করা যায় না।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ বাহিনী থেকে ছাঁটাই হওয়া ওই ব্যক্তি ১৯৮৭ সালে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম তিন বছর কাজ করার পরে ১৯৯০ সালের জুনে 'আর্নড লিভ' নিয়ে ছুটিতে চলে যান তিনি। ওই বছরেরই ১৫ অগস্টে তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি কাজে ফেরেননি। পরে বাহিনী থেকে তাঁকে একাধিক বার নোটিস পাঠানো হলেও কাজে ফেরেননি ওই ব্যক্তি। এর পরে ১৯৯১ সালের মে মাসে তাঁকে পুলিশ বাহিনী থেকে সরিয়ে দেয় প্রশাসন।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণ পল্লি এবং বিচারপতি রজনীশ ওসওয়ালের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যে পুলিশকর্মী শুধুমাত্র জঙ্গিদের ভয়ে কাজে যোগ দিতে পারেন না, তাঁর কাছ থেকে সাধারণ নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার বিষয়টি আশা করা যায় না। নির্দেশনামায় আদালত লিখেছে, যে পুলিশ আধিকারিক শুধুমাত্র জঙ্গিদের ভয়ে কাজ যোগ দেন না, তাঁর কাছ থেকে দেশের নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার আশা করা যায় না। এক জন পুলিশকর্মী শুধু নিজের প্রাণের ভয়ে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাবেন, এটা আশা করা যায় না।' বাহিনীর সদস্য হিসাবে ওই পুলিশকর্মীর এমন আচরণ 'অশোভন' বলেও জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট।

২০২৯ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন রাহুল!

আত্মবিশ্বাসী শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ৯ সেপ্টেম্বর: ২০২৯ লোকসভা ভোটের পর দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসবেন রাহুল গান্ধি। এমনটাই মনে করছেন কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার।

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'দেশে পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই ২০২৯ সালে রাহুল গান্ধিই দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।' প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে অবনতির জন্য বিজেপিকে দায়ী করে শিবকুমার জানাচ্ছেন, 'এখন কেউই আর ভারতের বন্ধু নয়।' উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের প্রসঙ্গও টেনেছেন তিনি। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার আরও জানিয়েছেন, কর্নাটকের প্রচলিত রাজনৈতিক পালাবদলের সংস্কৃতি এবার বদলাতে চলেছে। তিনি নিশ্চিত, ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও কর্নাটকে ক্ষমতা ধরে রাখবে কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগেও এমনই দাবি করেছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে ভোটের লড়াইতে নেমেছিল কংগ্রেস। যদিও লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে এনডিএ শিবিরের আসন সংখ্যার আশেপাশেও যেতে পারেনি কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটসঙ্গীরা। মাত্র ৯৯ টি আসনেই থামতে হয়েছে হাত শিবিরকে। অবশ্য তাতে যে বিশেষ চিন্তিত নয় কংগ্রেস নেতৃত্ব, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। পুরনো ব্যর্থতা ভুলে ২০২৯ সালের দেশের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই যে আগামী দিনে রাজনীতির ময়দানে নামতে চলেছে কংগ্রেস তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন ডি কে শিবকুমার।

ময়দান

সৌরভকেই সমর্থন সৃঞ্জয়ের!

সিএবি নির্বাচনে বিরোধিতা সরিয়ে ঐক্যের আহ্বান বাগান সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখে সিএবি নির্বাচন ঘিরে কলকাতার ময়দানে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রাক্তন সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া সরাসরি প্রার্থী হওয়ার কথা প্রকাশ্যে বলেননি বটে, তবে অনেকেই মনে করছেন, ভোটের লড়াই মূলত দুই শিবিরের মধ্যে, একদিকে সৌরভ, অন্যদিকে অভিষেক। এই বিভাজন নিয়েই চিন্তিত ময়দানের অনেক কর্তা, বিশেষত মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু।

সৃঞ্জয় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেই সমর্থন করছেন। তাঁর মতে, সভাপতি নির্বাচিত হলে কেবল ব্যক্তি নয়, পুরো প্যানেল নিয়েই আসা উচিত। তিনি মনে করেন, একক নেতৃত্ব দিয়ে কাজ এগোনো সম্ভব নয়, বরং যোগ্য ও কার্যকর দল থাকা জরুরি। এই কারণেই তিনি আশা করছেন, সৌরভের প্যানেল হবে যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়া।

তবে সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি সৃঞ্জয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, নির্বাচন শেষে সৌরভ ও অভিষেক উভয়েরই একসঙ্গে বসা উচিত। ব্যক্তিগত সম্পর্ক যদি ভালো নাও থাকে, তবু বাংলা ক্রিকেটের স্বার্থে বিভাজন মুছে ফেলা জরুরি। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ভোট-পূর্ব রাজনৈতিক লড়াই ও অভিযোগ-প্রতিঅভিযোগ যদি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে প্রকৃত ক্ষতি হবে সিএবি-র। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনেরও ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব দ্বন্দ্ব মেটানো দরকার।

সৃঞ্জয়ের বক্তব্যে পরিষ্কার, তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গায় ঢুকতে চান না। তবে বারবার তিনি জোর দিয়েছেন, যে কোনও মতভেদ ভুলে ক্রিকেটের স্বার্থে একজোট হয়ে কাজ করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন, কলঙ্কের কালি শেষ পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনের গায়েই লাগে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও ইতিমধ্যেই সৌরভকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে। ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, সৌরভ নিজে তাঁদের সমর্থন চেয়েছেন এবং তাঁরা তাকে সমর্থন করবেন। ভবিষ্যতে সৌরভের সঙ্গে বাকি চারটি পদ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সৃঞ্জয় খানিক রসিকতার সুরেই বলেন, সৌরভ তাঁর কাছে ভোট চাইতে আসেননি। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, নির্বাচনকে তিনি ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা থেকে দেখছেন না, বরং চান নির্বাচনের পর সবাই মিলে সমন্বয় করে এগোতে। শেষে সৃঞ্জয় একটি দৃষ্টান্তও টেনে আনেন। তিনি বলেন, একটি হাতের বুড়ো আঙুল ঠিকমতো কাজ করতে চাইলে বাকি চার আঙুলকে শক্ত হতে হয়।

পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কেন ছিল না, রেফারি প্রহারের ঘটনায় সরব সূর্য সেনের কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লজ্জাজনক, ন্যক্কারজনক! এইসব বললেও বোধহয় কম বলা হয়। রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকেই প্রহার। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা সুপার লিগের ফাইনালে। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে উত্তর ২৪ পরগনা সুপার লিগের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল খড়দহ সূর্য সেন ও বেলঘড়িয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব। ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের ৬৫ মিনিটে। বেলঘড়িয়ার পক্ষে পেনাল্টি দেন রেফারি, এর জেরে প্রতিবাদ জানান সূর্য সেন দলের ফুটবলাররা। এরপরই মাঠের মাঝখানে রেফারিকে প্রহার শুরু করেন সূর্য সেনের ফুটবলার এবং কর্তারা।

রেফারি লাল কার্ড দেখালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রহারের জেরে রেফারি পালানোর চেষ্টা করেন। তবে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে এমনকি গ্যালারি থেকেও অনেকে উঠে এসে রেফারির উপর চড়াও হয়। মাঠেই ফেলে প্রহার চলতে থাকে রেফারির উপর। বাদ যাননি কর্তারাও, রেফারি ও তার সহকারীর দিকেও তেড়ে যান খড়দহ সূর্য সেন ক্লাবের কর্তারা। আহত রেফারিকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হন। অভিযুক্ত সূর্য সেন ক্লাবের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এই ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্যর বক্তব্য, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চারজন ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে। জেলার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি মিলে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফুটবল খেলতে গেলে ফুটবলের আইনকে সম্মান করতে হবে। নিয়মকে সম্মান করতে হবে। এইরকম ঘটনা ঘটলে বাংলার সব জেলায় খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন।

অন্যদিকে খড়দহ সূর্য সেনের কোচ সায়ন্তন দাস রায় প্রশ্ন তুলছেন, মাঠে কেন পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা ছিল না? তিনি বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তা একেবারেই কাম্য নয়। কোনও ভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। রেফারির গায়ে হাত তোলা খারাপ দৃষ্টান্ত। রেফারির সঙ্গে কথা হয়েছে, সুস্থতা কামনা করি। মূল সমস্যা মাঠে পর্যাপ্ত কোনও নিরাপত্তা ছিল না।

শিল্পের মাধ্যমে মনোবল, সেবা এবং ক্রীড়া উৎকর্ষতার দশক উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বের অন্যতম সেরা ইভেন্ট, টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ম্যারাথন। মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনসে এক অনন্য শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনের মাধ্যমে আরেকটি মাইলফলক অর্জন করল। শিল্পী দেবাশিস মল্লিক চৌধুরীর পরিচালনায় এই প্রদর্শনীটি ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে, যা সৃজনশীলতা, খেলাধুলা এবং সেবাকে এক আসনে বসিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সুপারমডেল ও পর্বতারোহী মাধবীলতা মিত্র, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল প্যারালিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চন্দন রায়চৌধুরী, মিসেস ইন্ডিয়া ২০২৪ বাসবদত্তা কর, এবং গ্র্যান্ডমাস্টার ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত দিবেন্দু বড়ুয়া। বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, 'খেলাধুলা এবং শিল্প উভয়ই ঐক্যবদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করে। এই উদ্যোগ আমাদের ক্রীড়াবিদ, সশস্ত্র বাহিনী এবং বাংলার যুবসমাজের সৃজনশীলতাকে সম্মান জানাই।' ২৫ জন তরুণ এবং উদীয়মান চিত্রশিল্পীকে নিয়ে এই প্রদর্শনী চলছে।

টলি তারকাদের নিয়ে বিদেশের মাটিতে আল্টিমেট ক্রিকেট লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাম বদলেছে। তাই ভোলও বদলে গেছে টুর্নামেন্টের। এবার টলিউড তারকারা একসঙ্গে তিরিশ-পয়ত্রিশজন পাড়ি জমাবেন ব্যাঙ্ককে। না, কোনও শো করতে নয়, শুটিংয়েও নয়। টলি তারকাদের দেখা যাবে বিদেশের মাটিতে ক্রিকেট খেলতে। সেখানে মেকআপ-শুটিং-অ্যাকশন ছেড়ে ২২ গজের ব্যাট, বল হাতে লড়াইয়ে নামবেন তাঁরা। এতদিন দেশের মাটিতে হত বিটিসিএল, এবার সেই নাম বদলে হচ্ছে ইউসিএল। আল্টিমেট ক্রিকেট লিগ। যার একদিনের ম্যাচ হবে থাইল্যান্ডে। তার আগে দক্ষিণ কলকাতার এক হোটেলে হয়ে গেল ঝাঁ চকচকে অনুষ্ঠান। যেখানে জার্সি লঞ্চ হল আল্টিমেট ক্রিকেট লিগের। যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত উদ্যোক্তা থেকে টলি তারকারা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 08/EO/2025-26
E-Tenders are invited for 1 nos Civil works. Bid Submission start- **09th September, 2025**, Ends- **16th September, 2025** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 5th Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 34/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25
Bid Submission period: 17.09.25 instead of 08.09.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

WBCADC TAMLUK PROJECT
NIT No. 03/2025-26, Dt. 09/09/2025
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. For the Sinking of Tube Well with Installation of submersible pump at Irrinchi Farm for improvement of Dairy unit. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from 10/09/2025. Tender ID: 2025_PRD_899394_1. Bid submission end date for the following works 22/09/2025 at 17:30 hrs. Estimated Cost Rs. 4,84,701.00
Sd/-
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Mob No: 9732597683, 9434667766

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
NOTICE
All the citizens are being informed that Beldanga Municipality Has notified the bye Law on Solid Waste Management as per Solid Waste Management Rules, 2016 of India. The Bye Law is available at the official website of the ULB (www.municipalitybeldanga.org) All the citizens are being requested to comply the directions of the Bye Law effect from with effect from 01/07/2026 for smooth and effective implementation of Solid Waste Management in the city resulting to healthy and hygienic environment.
Sd/- **Chairperson**
Beldanga Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৫/৫৬, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৫২৩৭৭;** ট্র্যাকশন ব্রেকিং স্যুইচ ড্রাম ইত্যাদি ক্রয়; ৩৪১৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ০৫২৫১১৯১;** ট্র্যাকশন মোটরের জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং এনইউ-৩২৮ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২৬২৩১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ১০২৫১১৩৭;** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটরের জন্য সাসপেনশন টিউব এবং এটির অ্যাসেম্বলী কম্পোনেন্টের সেট ইত্যাদি ক্রয়; ১৫৬৯৪১০ টাকা। **(৪); ২০২৫১০৮৯;** ০৭টি আইটেম সমন্বিত পিনের (ইলেকট্রোপ্লেটেড) সেট; ২০৯২১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ৩ এবং ৪-এর জন্য) **(৫); ১৯২৫৫০১১;** ডায়নামিক ব্রেকিং ফ্যান অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১১৭০৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ১৫২৫৫০০৫এ;** স্পেসিফিকেশন নং.ঃ অ্যানেক্সার/ইওটিসি/৫টি/কেপিএ অনুযায়ী ৫টি ক্ষমতার ইওটি ক্রেন; ১৪১৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭); ১৫২৫৫০৯৮;** ৫০০০ এলপিএইচ ক্যাপাসিটির ট্রান্সফর্মার অয়েল ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্ট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ১০৯৭৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ২০২৫১০৯৮;** ইএমইউ-এর এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন সিস্টেমের জন্য ডুপ্লেক্স চেক ভালভ্ ১.৫ +/- (প্লাস-মাইনাস) ০.১২ কেজি/সিএম২ প্রেসার সেটিং, আরডিএসও স্পেসি. নং. সি-কে-৪০৭ (রেভ.-০৪) অফ মার্চ'২০২৩; ১৮৭০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ০৫২৫১০০৮;** পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ফিনিশিং ব্ল্যাক-এর প্রাপ্যতা; ১৪৪৪৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১০); ০৮২৫১০১৩;** কেবল সিঙ্গল কোর, ৩০০ বর্গ মিমি, ১৫০০ ভোল্ট; ৬২২৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১১); ২০২৫৫০২৪;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/ এসপিএন/টিসি/১০৬/২০২৫, ভার্সন ৩.১ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী পূর্ব রেলওয়ের ইএমইউ, এমইএমইউ এবং ডিইএমইউ-তে আইপি বেসড্ ভিডিও সার্ভেল্যান্স সিস্টেম (ভিএসএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ৫০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ০৪২৪৫০২০সি;** সংলগ্ন অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী সলিড হুইল ডি ৯২০ ড্রইং নং. আরডিএসও এসকে নং. সিআর-৮৩৫; ১৪৯৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ১৫২৫৫০২২এ;** সংলগ্ন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হাইড্রলিক রি-রেলিং ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ; ৫৬৬৯৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ০৫২৫১০৬৭;** আইএসঃ ৩০৯/২০২৩, ৫ম রিভিসন অনুযায়ী কমপ্রেসড্ অক্সিজেন গ্যাসের প্রাপ্যতা; ১৪৬৪৩০ টাকা। **(১৫); ১০২৫৫০২০এ;** ডব্লুএপি-৫-এর জন্য গিয়ার বক্স কেস (মেশিনড্); ২১১০৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৪ এবং ১৫-এর জন্য)। **(১৬); ০৮২৫১১০৭;** ২৫ কেডব্লু অল্টারনেটরের জন্য ইলেকট্রনিক রেক্টিফায়ার-কাম-রেগুলেটিং ইউনিট (ইআরআরইউ); ৪১৭০২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ২১২৫১২৪৬;** ডোর চেনলেস কটার লং-এর প্রাপ্যতা; ১৫১৯৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ২১২৫৫০১২;** ডোর অ্যাসেম্বলী (ডবল লিংক) ইত্যাদি; ৭০১৬৫০ টাকা। **(১৯); ০৪২৫৫০১৩;** সংলগ্ন 'অ্যানেক্সার'-এ অনুযায়ী ২৫ টন (ইউনিভার্সাল) জামালপুর জ্যাক (৫ আইটেম সমন্বিত ১ সেট)-এর মেকানিক্যাল কম্পোনেন্ট সরবরাহ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৮ এবং ১৯-এর জন্য)। **(২০); ০৫২৫১১৮৫;** সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং এনইউপি-৩১৮ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২২২৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ০৫২৫১০২১সি;** এলএইচবি কোচের জন্য ইপক্সি পেন্ট, থিনার এবং পুট্টির সেটের প্রাপ্যতা; ২০৬৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২২); ০৮২৫১১৪৫এ;** মাল্টি ফাংশন থ্রি ফেজ মনিটরিং রিলে ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২১৯৮২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৩); ০১২৫১৫১০;** ফ্লেক্সিবল পলিনিল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শীট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.১১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১২২৫৪০০৭;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৩৭০৬ অনুযায়ী এইচভিএন ইন্স্যুলেটিং লাইনারের জন্য রানিং কন্ট্র্যাক্ট; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.১০.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ২২২৫৫৫১০;** ইন্ট্রাভাইট্রিয়াল ইঞ্জেকশনের জন্য ফেরিসিম্যাব ৬ এমজি/০.০৫ এমএল সল্যুশন, আইটেম কোড নং. এম১৬১১২৪, এআই ২৫-২৬; ০ টাকা। **(২৬); ২২২৫৫৫১১;** ইঞ্জে. রিকম্বিন্যান্ট সোমাট্রপিন ৩৬ আইইউ (১২ এমজি/এমএল) আইটেম কোড নং. এম ১৪০৩০২, এআই ২৫-২৬; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৫ এবং ২৬-এর জন্য)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৬-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-33/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

পুরীর গোল্ডেন বিচে কিছু সময়

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

অল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ের জন্য পুরি ভ্রমণ যুগ যুগ ধরে বাঙালির প্রিয় ভ্রমণ ডেসটিনেশন। কারণ বাঙালী সময় পেলেই পুরীতে ছুটেছে সময় কাটাতে। আবার বছরের পর বছর ধরে পুরীর পরিবর্তনও লক্ষনীয়ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। তবে পুরীর মন্দিরের চারপাশ আর আগের মতো গিঞ্জি নেই। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দোকানপাট। ফলে প্রশস্ত হয়েছে পূর্ণার্থীদের যাতায়াত। সাধারণত চার থেকে পাঁচ দিনের একটা ট্যুর প্যাকেজ পুরিতে সময় কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট। একদিন জগন্নাথ দেবের দর্শন আর বাকি ক'দিন সমুদ্রে স্নান এবং সমুদ্রের ধারে ভোরে এবং সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়ানো। পুরীর আশেপাশে বেশ কিছু সাইট সিন আছে, যা আপনি যেতেই পারেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ক্ষ্ম কোণারক মন্দির ক্ষ্ম। তবে পুরি এমন এক পর্যটন স্থান, যেখানে বহু মানুষ প্রতিবছর একবার ঘুরে আসে ।

পূর্ব ভারতে পুরীর সমুদ্র সৈকত সেরা। এখানকার জলের রং নীল রংয়ের । কথিত আছে মহা প্রভু পুরীর সমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, যাকে বলা হয় নীলাচলে মহাপ্রভু । যদিও অন্য মতও আছে।

এক সময় পুরী ভ্রমণ ছিলো একটি শান্ত পরিবেশে সমুদ্রের কিনারে বসে ঢেউ গোণা। আর আজ সেখানে অগণিত মানুষের ভীড়। একসময় যেখানে শুধু স্বর্গ দ্বারে কিছু হোটেল গড়ে উঠেছিল, এখন সেই স্বর্গ দ্বার ছাড়িয়ে সমুদ্রের ধারে তৈরী হয়েছে 'মেরিন ড্রাইভ'। আর তার পাশে তৈরী হয়েছে বহুতল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হোটেল, হলিডে হোম । তাই পুরীর পর্যটকের সংখ্যা যেমন অনেক বেড়েছে, তেমনি তার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে হোটেলের সংখ্যাও। সমুদ্রের নীরবতা ভেঙে বেড়েছে

পর্যটকদের কোলাহল । তাই যারা একটু শান্ত পরিবেশে সমুদ্র উপভোগ করতে চান, তাদের চলে যেতে হবে পুরীর স্বর্গদ্বার থেকে দেড় কিলোমিটার দূরের গোল্ডেন বীচে । এখানে প্রকৃতি, সমুদ্র এবং নীরবতা পাশাপাশি অবস্থান করে । শুধু ভেসে আসে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ । আরাম কেদারার মতো কাঠের চেয়ার পাতা রয়েছে সমুদ্র সৈকতে । সেখানে বসে সমুদ্রকে উপভোগ করা এক অন্য অনুভূতি । নেই পর্যটকদের গা-ঘেষাঘেসি,। এখানকার বীচে নেই কোনো দোকান, নেই হকারদের আনাগোনা। তাই শান্ত পরিবেশে সমুদ্রের ঢেউ গুনতে গুনতে, সমুদ্রের ওপারে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়ে চলে যাবে, আপনি বুঝতেও পারবেন না। আর যদি পাশে থাকে আপনার আপনজন, তবে তো কোনো কথাই হবে না ! এমন একটি সমুদ্র সৈকতে সকালের সূর্যোদয় দেখতে দেখতে যখন ঝিনুক খুঁজতে যাবেন , মনে হবে সারা বছরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো।

সমুদ্রে বেড়াতে যাবো আর সমুদ্র স্নান করবোনা তা কখনো হয় নাকি ! স্বর্গ দ্বার থেকে শুরু করে মেরিন ড্রাইভ বরাবর যতো এগিয়ে যাবেন, কয়েক হাজার মানুষ সমুদ্র স্নানে উদ্বেলিত। একজন আর একজনের উপর এসে পড়ছে, এমন অবস্থা । কিন্তু গোল্ডেন বীচে নেই হুড়োহুড়ি। সবসময় ৫০-১০০ জন সমুদ্রে নেমে মনের মতো অবগাহন করছে। দম্পতিরা নিরুপদ্রবে স্নান করছে। তারপর স্নান সেরে পাশেই রয়েছে একটি বড় হোটেল। সেখানে যদি আপনার বুকিং থাকে তবে তো আর কোনো কথা হবেনা। সমুদ্র স্নান সেরে হোটেলে গিয়ে স্নান সেরে দুপুরের খাবার খেয়ে আপনার রুমে নিতে পারেন বিশ্রাম। তারপর আবার সেই সৈকতে বসে সমুদ্র দেখা। এইভাবে কটা দিন কেটে যাবে। মন রিফ্রেশ হয়ে যাবে।

আর আপনি যদি স্বর্গ দ্বারে বা মেরিন ড্রাইভের পাশে কোনো হোটেলে থাকেন, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই । জন প্রতি ১৫/- টাকা টোট ভাড়া দিয়ে চলে আসুন গোল্ডেন বীচে। তবে এই বীচে প্রবেশ মূল্য জন প্রতি ২০/- টাকা। বীচের পাশে করা হয়েছে সবুজায়ন। বিভিন্ন গাছ লাগিয়ে প্রকৃতিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। পাকা রাস্তার দুপাশে সবুজ গাছ, যাদের মধ্যে আছে কাজুবাদাম গাছ, ঝাউগাছ এবং আরো বিভিন্ন রকম গাছ। অর্থাৎ সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত এবং তারপর রাস্তার দুপাশে সবুজ সারিবদ্ধ গাছ, গোল্ডেন বীচ কে এক অন্য রূপ প্রদান করেছে।

তাই এবার পুরী গেলে জগন্নাথ দেবের দর্শন, পুরীর পুরনো বীচে স্নান সেরে একবার ঘুরে আসুন গোল্ডেন বীচে। আশা করি ভালো লাগবে।

যাওয়া কিভাবে

খুবই সহজ পুরী যাওয়া। হাওড়া থেকে জগন্নাথ এক্সপ্রেস বা দূরন্ত সরাসরি পুরীতে পৌঁছে যায়। বর্তমানে শিয়ালদহ থেকেও দূরন্ত এক্সপ্রেস পুরীর উদ্দেশ্যে ছাড়ে। মাত্র ৮-৯ ঘন্টার জার্নি। রাতের ট্রেনে উঠে এক ঘুম দিয়ে সকালে পুরী।

কোথায় থাকবেন

বিভিন্ন ভাড়ার প্রচুর হোটেল রয়েছে পুরীতে। থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই।

চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়

হেরিটেজ মেনু করিম'স এন্টালিতে

পুরনো কলকাতার স্বাদে নস্টালজিয়ার ছোঁয়া

শহরের আসল মুঘলই খাবারের নাম বলতে প্রথমেই আসে করিম'স। দিল্লির ঐতিহাসিক এই রেস্তোরাঁর উত্তরসূরি করিম'স এন্টালি এবার নিয়ে এল নতুন হেরিটেজ মেনু। রবিবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই মেনুর উদ্বোধন হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী দর্শনা বনিক অনুষ্ঠানে দর্শনা বনিক করিম'সের নতুন পদগুলির স্বাদ গ্রহণ করেন এবং বিশেষভাবে বিরিয়ানির প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, তএটি শহরের খাবারের ধারার এক সুন্দর স্মৃতি। আজকের দিনে পুরনো কলকাতার রান্নার স্বাদকে আবার নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া সত্যিই এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ।দ করিম'সের ইতিহাস শতবর্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ১৯১৩ সালে দিল্লির বিখ্যাত শেফ হাজি করিম উদ্দিন এই রেস্তোরাঁর সূচনা করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যকেই ধরে রেখে গত সাত বছর ধরে করিম'স এন্টালি কলকাতার খাদ্যরসিকদের মুঘলই স্বাদের আসল পরিচয় দিচ্ছে। এবার নতুন হেরিটেজ মেনুর মাধ্যমে রেস্তোরাঁর লক্ষ্য শহরে হারিয়ে যেতে বসা রান্নার ধারা আবার ফিরিয়ে আনা। এই উদ্যোগকে বিশেষ করে তুলেছে কলকাতার নামী রান্নাঘরের অবসরপ্রাপ্ত বাবুর্চিদের অন্তর্ভুক্তি। তাঁরা নতুন প্রজন্মের রাঁধুনিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং রান্নাঘরকে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পরিচালনা করছেন। ফলে জীবন্ত হয়ে

উঠেছে পুরনো কলকাতার আসল বিরিয়ানি;যা ধীরে ধীরে 'দম' পদ্ধতিতে রান্না হয়। চাল, মাংস ও আলুর মেলবন্ধন, ঘিয়ের সমৃদ্ধতা, দুধ,ক্রিমের মিষ্টতা, দই ও আলুবুখারার সূক্ষ্ম টক-মিষ্টি স্বাদ;সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এক অনন্য ভারসাম্য, যা আজকের অতিমশলাদার রান্নার থেকে আলাদা। নতুন মেনুর উল্লেখযোগ্য পদগুলির মধ্যে রয়েছে পুরাতন কলকাতার স্টাইলে রান্না করা ক্লাসিক মাটন বিরিয়ানি, চিতপুর-স্টাইলের মাটন চাপ এবং মাটন কসা। মোঘলাই ও বাঙালি রন্ধনশৈলীর সংমিশ্রণে তৈরি এই পদগুলি আবার ফিরিয়ে আনছে সেই সময়ের স্বাদ, যখন খাবারের উপর জোর ছিল উপাদানের গুণমান ও প্রাকৃতিক স্বাদের মেলবন্ধনে। করিম'স এন্টালির কো-ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার ও স্ট্র্যাটেজি পার্টনার মোঃ আওরঙ্গজেব বলেন, 'আমাদের রান্না অতিরিক্ত মশলা নিয়ে নয় বরং প্রতিটি উপাদানের গুণমান নিয়ে। আমরা এমন স্বাদের মিশ্রণ চাই যা ৪০,৫০ বছর আগের কলকাতার খাদ্য সংস্কৃতিকে মনে করিয়ে দেয়।' অপরদিকে কো-ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার ও অপারেশনস পার্টনার ইকবাল আলম জানান, 'অবসরপ্রাপ্ত বাবুর্চিদের অন্তর্ভুক্তি মুঘলই খাবারের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার সবচেয়ে সঠিক পদক্ষেপ' শুধু নতুন মেনুই নয়, করিম'স এন্টালি একই সঙ্গে ঘোষণা করেছে একটি নতুন পার্টি এরিয়ার উদ্বোধন। প্রায় ১২০ অতিথির (৯৬ বসার) জন্য সাজানো এই জায়গা পরিবারিক জমায়েত, বিয়ে-শাদি বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আদর্শ হবে। প্যাকেজ জনপ্রতি ৯৯৯ টাকা + জিএসটি থেকে শুরু হবে, যার মধ্যে থাকবে স্থান, পরিষেবা, সাজসজ্জা, কাটলারি ও করিম'সের বিখ্যাত রান্না। পাশাপাশি এখান থেকেই শুরু হবে ক্যাটারিং পরিষেবাও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন ছিল নস্টালজিয়ার আবেশ, তেমনই ছিল নতুন স্বাদের প্রতিশ্রুতি। করিম'স এন্টালি তাই শুধু কলকাতার মুঘলই ঐতিহ্য উদযাপন করল না, বরং নতুন প্রজন্মের জন্য পুরনো স্বাদের সঙ্গে নতুন স্মৃতির সেতুবন্ধন গড়ে তুলল।

হেভিওয়েট পুজোর থিমকে চ্যালেঞ্জ কালিন্দী হাউজিং এস্টেটের পুজোর

শুভাশিস বিশ্বাস

দুর্গাপুজোয় কলকাতা আর শহরতলি জুড়ে থিমের রমরমা। আর এই থিমের প্যান্ডেলের দায়িত্বে থাকেন কোনও এক প্রখ্যাত শিল্পী। ফলে এই থিমের জন্য প্রত্যেক পুজো কমিটির তরফ থেকে বরাদ্দ করা থাকে এক বিপুল অঙ্কের টাকাও। তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে। থিমের মণ্ডপ তৈরি হলেও সেখানকার পুজো উদ্যোক্তারা কোনও বরাত দেন না থিম শিল্পীকে। বরং প্যান্ডেল তৈরি হয় স্থানীয়দের হাতেই। আর এই ব্যতিক্রমী থিম পুজোর প্যান্ডেল আপনি দেখতে পাবেন কালিন্দী হাউজিং এস্টেটের পুজোতে এলে। যশোর রোড থেকে কালিন্দীর হাউজিংয়ের দিকে এগোলে বাঁ হাতে বি- ব্লকের মাঠ হয় এই পুজো। এবছর ৪৭ তম বর্ষে পা রাখলে এই পুজো। অন্যান্য বছরের মতো এবারও প্যান্ডেল তৈরির ব্যাপারে ট্র্যাডিশন ধরে রাখছে কালিন্দী হাউজিং। হেভিওয়েট পুজোদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন 'ইন্দ্রজিৎ অ্যান্ড হিজ টিম'। কালিন্দীর বাসিন্দারা ভালোবেসে এই নামেই যে ডাকে তাঁদের।

২০২৫-এর কালিন্দী হাউজিং এস্টেটের পুজোর থিম 'শিবিকা' অর্থাৎ পাল্কি। হঠাৎ এমন এক থিম বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, 'শিবিকা' অর্থাৎ এই পাল্কির কথা বইতেই পড়ে আসছেন সবাই। বর্তমান প্রজন্ম চাক্ষুষ করেনি এই পাল্কি। বর্তমান প্রজন্মই বা বলি কেন তার পূর্ববর্তীরাও পাল্কি দেখেননি। পাল্কি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি ছবি অথবা কিছু তথ্যের মাধ্যমে। অথচ, এই কলকাতার রাস্তাতেই এক সময় চলতো পাল্কি। মানুষের ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া এই একসময় ছিল এক অত্যন্ত জনপ্রিয় যানও। তবে এই পাল্কি ব্যবহার করতেন ধনী আর অভিজাতরাই। তবে ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার বাড়তে থাকায় ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতায় চলে যেতে থাকে জনপ্রিয় এই পরিবহণ মাধ্যম। ডেভিড হেয়ার এবং বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের ক্ষেত্রেও পাল্কি ব্যবহারের উল্লেখ আমরা পেয়েছি

নানা ঘটনায়। যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পাল্কি একটি প্রচলিত পরিবহণ মাধ্যম ছিল কলকাতা তথা বঙ্গভূমে। আর সেই কারণেই 'শিবিকা'-কে থিম হিসেবে বেছে নেওয়া। ফলে সমগ্র পুজো মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে এক পাল্কির অনুকরণেই। এই পাল্কির মধ্যে মা দুর্গা অধিষ্ঠান করবেন তাঁর পরিবার নিয়ে। পাশাপাশি মণ্ডপের গায়েও তুলে ধরা হবে বাংলার কুটির শিল্পের নানা নিদর্শন।

থিমের সঙ্গে সাজুয্য রেখে প্রতিমাও হচ্ছে একেবারে সাবেকি ঘরানায়। প্রতিমা রূপদানের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী বরুণ কুমার সাউয়ের গৌরাঙ্গ শিল্পালয়। ফি বছরের মতো নজর কাড়বে আলোকসজ্জাও। যার শুরু একেবারে প্রবেশ পথ থেকেই। চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকসজ্জায় সেজে উঠবে কালিন্দী হাউজিংয়ের পুজোর বিশালাকার প্রবেশদ্বার। আলোকজসজ্জার দায়িত্বে ইকোনেস্ট ডেকরেটর্স এবং নস্কর ইলেকট্রিক্স। প্রবেশ দ্বার থেকে পুজো মণ্ডপ পর্যন্ত পুরোটাই ঢেকে দেওয়া হবে চাঁদোয়ায়। এই চাঁদোয়া চলও প্রায় উঠেই গেছে বঙ্গ সংস্কৃতি থেকে। পাশাপাশি পথে দেওয়া থাকবে রঙিন আল্পনাও। লেকটাউন আর দমদম এলাকার নজরকাড়া এই পুজোর উদ্বোধন হবে তৃতীয়াতেই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

তবে শুধুমাত্র মণ্ডপ বা প্রতিমাই নয়, এ পুজোর আকর্ষণীয় আরও বেশ কিছু দিক রয়েছে। যেমন, উদ্বোধন থেকে শুরু করে প্রতিদিনই থাকছে কোনও না কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মূলত অংশ নেন স্থানীয়দেরই। তবে প্রাধান্য দেওয়া হয় কচিকাঁচাদের কারণ তারাই তো ভবিষ্যৎ। এছাড়াও বিশাল পুজো প্রাঙ্গনে বসে মেলাও। এটা ছোটদের কাছে নিঃসন্দেহে বড় এক আকর্ষণ। আরও একটা কথা জনান্তিকে বলে রাখি, কলকাতার পুজো দেখতে দেখতে ক্লান্ত বোধ করলে দু-দণ্ড বসে বিশ্রামও নিয়ে যেতে পারবেন বি-ব্লকের এই মাঠে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখতেই হবে। তা হল, কালিন্দী হাউজিংয়ের পুজো কমিটি বিশেষ নজর দিচ্ছে প্রবীণদের দিকে। তাঁদের একঘেয়ে জীবনে পুজোর এই ক'টা দিন আলো আর উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিতে চান পুজো উদ্যোক্তারা। পুজোর কয়েকটা দিন নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক পরিবারকে যেন বেঁধে ফেলা হয় এক সুতোয়। কালিন্দী আবাসনের পুজো নিয়ে আরও একটা তথ্য না দিলেই নয়। ২০২৫-এ এই পুজো অংশ নিয়েছিল সেরামের পুজো প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় 'মোস্ট ক্রিয়েটিভ পুজো' শীর্ষকে কলকাতা, হাওড়া আর বিধাননগরের সব পুজোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কালিন্দী আবাসনের এই পুজো।

পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দু'দিন অষ্টমী আর নবমীতে পুজোর ভোগও পৌঁছে দেওয়া হয় ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটে। এর ব্যতিক্রম হবে না এবারেও। আর পুজো প্রাঙ্গনে এলেও মেলে এই ভোগ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হবে, আবাসনের পুজো হওয়ায় মূলত পুজো তহবিল গড়ে ওঠে হাউজিংয়ের বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণেই। প্রত্যেকে তাঁদের সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে গড়ে তোলেন এই পুজোর তহবিল। আর এই পুজোর আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল, প্রথা মেনে দশমীতেই মাকে সাড়ম্বরে বিদায় জানানো। নিরঞ্জনের দীর্ঘ এই শোভাযাত্রাতে ঢাক তো থাকেই, সঙ্গে থাকে আরও নানা ধরনের ব্যান্ড। এরপর তা এলাকা ঘুরে এগিয়ে চলে ঘাটের দিকে। বিদায় বেলায় মায়ের কাছে অশ্রুসিক্ত নয়নে কালিন্দী হাউজিংয়ের আবাসিকদের প্রার্থনা, 'সবাইকে ভালো রেখো মা, সুস্থ থাকুক সবাই। সমগ্র জীবগতের মঙ্গল করো।'

NARSINGHA

একদিন

একদিন দশভুজা শারদ সম্মান ২০২৫

EKDIN Puja Registration Form

(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address:.....

.....

2. Name of the President: ..... Mobile: .....

3. Name of the Secretary: ..... Mobile: .....

4. Name of the Other Contact Persons: ..... Mobile:.....

5. (a) Puja: Theme or Traditional (Tick one) :

(b) Puja theme & Artist: .....

6. Puja Budget: .....

7. Any Social activities done between last One Year:.....

Terms & Conditions: *(i) All Judgments will be selected by online system. (ii) Abasan Puja Committee should display Banner (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (iii) We will add one puja comiittee person's mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja Pandel (iv) Only Kolkata & Salt Lake Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (v) Last date of submission of application is 13/09/2025. (vi) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (vii) The event officials' decisions must be granted.*

We agree to abide by the terms & Conditions.

Date & Place:

Signature on behalf of Puja Committee with Seal

Form Submission Centre: 'PHOENIX', 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. **'EKDIN'** 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || CONTACT: 8697722990 6296243994

Digital Partner বাংলা বলছে | Telecast Partner ONKAR Only Truth | Event Organiser wide angle | Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand | PR PARTNER